চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■16 September, 2020 ■আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং■৩০ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার■RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় আরও দশজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে আরও দশজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলরাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রচারিত মিডিয়া বুলেটিন সূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়েছে। বুলেটিন অনুযায়ী রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ২১৭।

এদিকে, বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭০৪০ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৬৯৫ জন। সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৪৩৫ জন। গত চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টর থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ৫১০ জন। অন্যদিকে চুরাইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে সোমবার এসেছেন ৬৫৮ জন। সরকারী তথ্যে জানা গিয়েছে, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কোভিড -১৯ এর নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৪ জনের।

শ্রীনগরে আইপিএফটি কর্মীকে মারধরের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। শ্রীনগর থানা এলাকার পূর্ব ধাইরাছড়ায় আইপিএফটি কর্মীর উপর দুর্বৃত্তরা হামলা. চালিয়েছে। আক্রান্ত আইপিএফটি কর্মীর নাম সত্য দেববর্মা। জানা যায় দুর্বৃত্তরা আইপিএফটি পতাকাসহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে শ্রীনগর থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনও পর্যন্ত এই হামলা ও দলের পতাকা নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনায় জড়িত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।আশঙ্কা করা হচ্ছে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য শ্রীনগর থানা এলাকায় এর আগেও এ ধরনের রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে। পরপর এসব হিংসাত্মক কার্যকলাপ কে কেন্দ্র করে ওইসব এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ বর্তমানে তুঙ্গে। রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে রক্ষা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস মহিলা কংগ্রেসের অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলি রাজধানী আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্র মহিলা কংগ্রেসের ৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। এ উপলক্ষে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে এমন অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং মহিলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করে মহিলা কংগ্রেসের ৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী সহ অন্যান্যদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে পথচলতি মানুষ পুলিশ অফিসার সহ অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে।এ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এদিনসাধারণ মানুষের মধ্যে মাক্স ও স্যানিটাইজার তুলে দিয়ে মহিলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মানুষের সুস্থতা কামনা করেন।

পূর্ব লাদাখ নিয়ে সংসদকে অবগত করালেন রাজনাথ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখের সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে চিনের আগ্রাসন সম্পর্কে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় মঙ্গলবার বক্তব্য রাখেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেনে নিয়েছেন যে লাদাখে ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবৈধভাবে নিজেদের দখলে রেখেছে চিন। এছাড়াও ১৯৬৩ সালে তথাকথিত সীমান্ত সমঝোতা অনুযায়ী পাকিস্তান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৫১৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চিনের হাতে তুলে দেয়। এদিন কর্নেল সন্তোষবাবু সহ ২০ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাজনাথ সিং।

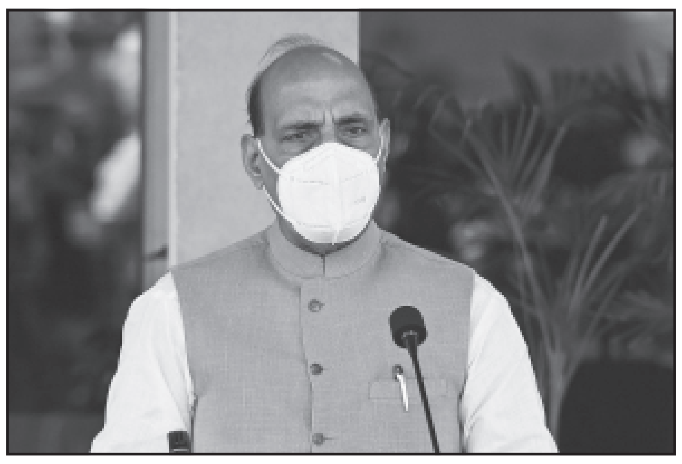

এদিন লোকসভায় দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, সোমবার সংসদ দুই মিনিট নীরবতা পালন করে পূর্ব লাদাখে শহীদ হওয়া বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছিল। আমি নিজেও পূর্ব লাদাখ এগিয়ে আমাদের বীর জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এসেছি। সেখানে থাকাকালীন আমাদের সেনা জওয়ানদের অদম্য সাহস, বীরত্বকে অনুভব করেছি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পূর্ব লাদাখে গিয়ে বীর সেনা জওয়ানদের সাহস বৃদ্ধি করেছেন।তিনি সেনাবাহিনীকে আশ্বস্ত করে এসেছেন যে গোটা ভারত তাদের পাশে রয়েছে।

সীমান্ত বিবাদ একটি জটিল সমস্যা। যার সমাধান ধৈর্য সহকারে করতে হবে। পূর্ব লাদাখে দুই দেশের মধ্যে বাস্তবিক নিয়ন্ত্রণরেখা গড়ে ওঠেনি। তাই সীমান্ত নিয়ে দুই দেশের সেনাবাহিনীর ভিন্নমত পোষণ করে থাকে।১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে দুই দেশের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ভারত এবং চিন উভয়ই সীমান্তে নিজের সেনাদের সমাবেশ সীমিত করবে। দুই দেশের মধ্যে এমন সমঝোতা হয়েছিল যে যতদিন না পর্যন্ত সীমান্ত বিভ্রাট সমাধান না হবে ততদিন পর্যন্ত এই সমঝোতা মেনেই কাজ করা হবে।

সীমান্তে চিনের ওপর ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। মে মাসের শুরু থেকেই গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর টহলরত জওয়ানদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল চিন। তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল চিন। এই বিষয়ে চিনকে সতর্ক করা হয়েছিল কূটনৈতিক এবং সামরিক পর্যায়। এমনকি কোর কমান্ডার পর্যায়ে দুই তরফের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল। তা সত্ত্বেও চিন কথা শুনছে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশকে সুরক্ষিত করে চলেছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সংবেদনশিল সম্পর্ক রাখতে তৎপর ভারত।

এদিকে, পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই সরব হয়ে আসছিল কংগ্রেস। সোমবার কেন্দ্রের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।কিন্তু কেন্দ্রের এই প্রস্তাব মেনে নিতে চাইছে না কংগ্রেস।তাদের দাবি চিনা আগ্রাসন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার আয়োজন করা হোক।এই বিষয়ে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বয়ান পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসে তল্লাসি চালিয়ে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার থানার পুলিশের নিকট খবর আসে টি আর ০৮ ১২৬১ নাম্বারের এসি বাসে বিপুল পরিমানে নেশাসামগ্রী নিয়ে আসা হচ্ছে। বাসটি আগরতলা থেকে মুহুরীপুর যাচ্ছিলো।

গোপন খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলশি থানা সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে চেকিং করতে বসে। এর মধ্যে বাসটি থানা সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাসটিকে আটক করে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। বাসটি আটক করে তল্লাসি চালিয়ে দুই পেটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের লাই ডিটেকশন ডিভিশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ভারতের সংবিধানের ৩০৯ ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনস্ত স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্টেন্ট, লাই ডিটেকশন ডিভিশন পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি নিম্নরূপ।

এ বিষয়ে প্রণীত আইন 'দ্য রিক্রুটমেন্ট রুলস, ২০২০' বলে পরিগণিত হবে এবং সরকারি গ্যাজেটে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তা কার্যকর হবে। একমাত্র পদটি হবে গ্রপ সি, নন গ্যাজেটেড। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সরাসরি এই পদে নিয়োগ করবে। বয়স হতে হবে ১৮-৪০ বছরের মধ্যে। তাছাড়া এসসি, এসটি, দিব্যাঙ্গজন ও সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৫ বছর শিথিলযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে সাইকোলজি বা ফরেনসিক সাইকোলজি / ক্রিমিনোলোজিতে ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতক। বয়স ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারি নিয়মে যে ছাড় রয়েছে তা অপরিবর্তিত থাকবে। এরপরও যদি রুলস নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদটি জানানো হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে বক্তব্যের স্পষ্টিকরণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি সাব্রুমে একটি অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সাব্রুমে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে স্পষ্টীকরণ দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী জানান রাজ্যের ৩৭ লক্ষ্য বাসিন্দার প্রতি ওনার মূল দায়িত্ব। তার মধ্যে সাংবাদিক রয়েছে, ডাক্তার রয়েছে, কৃষক রয়েছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সকলের প্রতি ওনার দায়িত্ব রয়েছে। সাব্রুমের তিনি সকলকে নয়, এক দুইটি সংবাদ মাধ্যম যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, তাদের কে বলেছেন তারা যেন মানুষকে বিভ্রান্ত না করে। সঠিক বিষয়টি সামনে আসার জন্য। মানুষকে বিভ্রান্ত করা হলে মানুষ ভয়ে হাসপাতালে আসতে চায় না।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে হোম আইসোলেশনে রয়েছে, কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা। ভয়ে হাসপাতালে আসছে না। পরবর্তী সময় শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে আনা হচ্ছে। এতে করে প্রানহানি ঘটছে। বাড়ি বাড়ি যখন স্বাস্থ্য কর্মীদের পাঠানো হয়েছে, তখনও অনেকে সঠিক ভাবে সাহায্য করেনি। অনেক জায়গায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা রোগীদের রি ব্রীদিং অক্সিজেন রিজার্ভার মাস্ক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। জিবি কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা রোগীদের রি ব্রীদিং অক্সিজেন রিজার্ভার মাস্ক প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন তথা সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি আরও কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

তিনি জানান, গত ২ সেপ্টেম্বর জিবির সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী। ১২ টি বিষয় এই বৈঠকে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল জলের সমস্যা। ইতিমধ্যেই আগরতলা পুর নিগম থেকে দুটি জলের ট্যাঙ্ক স্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। ক্যান্সার হাসপাতালের জলের লাইন জিবিতে দেওয়া হয়েছে। এতে করে জলের সমস্যা আরো কমে গেছে। নেই বললেই চলে। তাঁর পরেও জলের ট্যাঙ্কার রাখা হয়েছে। অক্সিজেনের পি এস আই — সব সময় নেওয়া হচ্ছে। ফ্লোর ম্যানেজমেন্টের জন্য ১৮ জনকে রাখা হয়েছে। ৪ জনকে রাখা হয়েছে ফ্লোর ম্যানেজার। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ্যের সংযোগ রক্ষা করছেন তারা।

এতদিন মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়ার জন্য দুজন ছিল। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে এই কাজে আরো ৬ জনকে রাখা হয়েছে। কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার থেকে যারা হোম আইসোলেশনে যেতে চাইছেন তাদের যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই মোতাবেক ওষুধ দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০২ অ্যাম্বুলেন্সে কন্যা সন্তানের জন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি,কাঞ্চনপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। প্রযুক্তি আর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে,স্বাস্থ্য পরিসেবাকে অন্য মাত্রায় পৌছে দিয়েছে ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবা। এরই একটি নিদর্শন দেখা গেল কাঞ্চনপুর মহকুমায়। এদিন সকালে এক প্রসুতির পরিবার ফোন করেন ১০২ নম্বরে। কিছু ক্ষনের মধ্যেই চলে আসে এ্যাম্বুলেন্স।

এম্বুলেন্সটি ২৬ বছর বয়সী রুবিনা রিয়াং কে নিয়ে তাঁর স্বামী সহদেব রিয়াং সহ কাঞ্চনপুর কাংগ্রাই থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এম্বুলেন্সে ছিল ইমারজেন্সি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিরুপম দেবনাথ এবং ড্রাইভার হিমাংশু দেবনাথ। প্রসব যন্ত্রণায় কাতর প্রসুতি মাকে নিয়ে কিছু রাস্তা যাওয়ার পরেই কাংগ্রাই এলাকায় রাস্তায় প্রসব যন্ত্রণা প্রচন্ড হলে ড্রাইভার এম্বুলেন্স দাড় করান। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিরুপম দেবনাথ, প্রসুতিকে এক কন্যা সন্তান জন্মদিতে সহায়তা করেন। নিরুপম দেবনাথ জানান এম্বুলেন্স এর মধ্যে সব ধরনের যন্ত্রপাতি থাকায় নির্বিঘ্নে সম্ভব হয়েছে প্রসব। মা এবং শিশু উভয়েই সুস্থ অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর আহার বিতরণ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

কাভিড-১৯ ঃ বিশ্বকর্মা পূজা ও মহালয়া উপলক্ষে নির্দেশিকা জারি করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকার লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ রোধে ব্যবস্থা না নিলে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু আগামী ১৭.০৯.২০২০ তারিখে বিশ্বকর্মা পূজার সময়ও কোভিড-১৯-এর প্রকোপ বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাই মুখ্য সচিব স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই নির্দেশিকা সমস্ত ক্লাব/পূজা কমিটি/ব্যক্তিগত পূজা আয়োজকদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাগুলি নিম্নরূপ :-সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণভাবে পূজা সম্পন্ন করতে হবে। পূজা মণ্ডপ/প্যাণ্ডেলে মূর্তি নিয়ে আসার সময় কোন শোভাযাত্রার আয়োজন করা যাবে না। সামাজিক পূজা যথাসম্ভব খোলামেলা স্থানে করতে হবে। পূজা মণ্ডপ/প্যাণ্ডেল খোলা থাকতে হবে যাতে দূর থেকেই মূর্তি দেখা যায়। পূজা মণ্ডপে প্রবেশ ও নির্গমনের আলাদা ব্যবস্থা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না। প্যাণ্ডেলের সামনে একসাথে ৫-১০ জন দর্শনার্থীর বেশি জমায়েতের অনুমতি দেওয়া যাবে না। দর্শনার্থীদের কমপক্ষে ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে পূজা আয়োজকদের দর্শনার্থীদের দাঁড়ানোর জন্য সঠিকভাবে স্থান চিহ্নিত করে দিতে হবে। নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে দর্শনার্থীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবী রাখতে হবে।পূজার সময় আয়োজকরা কোনরকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবেন না।

পূজা উদ্যোক্তারা বেশি জাকজমক আলোকসজ্জা করবেন না যা নাকি বেশি লোকের জমায়েতকে আকর্ষিত করে। পূজার দিন সমস্ত আয়োজক কমিটি/স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শনার্থীরা মাস্ক ব্যবহার করবেন। প্রবেশ পথে এবং কমন এরিয়াতে দর্শনার্থীদের জন্য হ্যাণ্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজার দিনে সমস্ত পূজা প্যাণ্ডেল দিনে কমপক্ষে তিনবার স্যানিটাইজ করতে হবে। দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত দড়ি, বাঁশ ইত্যাদি ঘনঘন স্যানিটাইজ করতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সমস্ত পূজা মণ্ডপ/প্যাণ্ডেলে থার্মাল স্ক্রীনিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি কোন দর্শনার্থীর শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। প্রসাদ বিতরণ বাঞ্ছনীয় নয়। সামাজিক ভোজ অনুষ্ঠানও করা যাবে না।

বাড়ির পূজার ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ১৫-২০ জনের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত এবং সবাইকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। পূজার দিনেও রাতের কার্ফু বলবৎ থাকবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। পুর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে জেলা/পুলিশ প্রশাসন পূজা মণ্ডপ/প্যাণ্ডেলের প্রাঙ্গণে জন সমাগমের উপর নিয়মিত নজরদারি রাখবে।

আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যানবাহন চলাচল, জন সমাগম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুনিশ্চিত করতে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী জেলা প্রশাসন অন্যান্য বিধিনিষেধও আরোপ করতে পারে। এ বছর বিশ্বকর্মা পূজার দিন অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২০ তারিখে মহালয়াও উদযাপন করা হবে। সেই উপলক্ষে সকালবেলা রাস্তায়/পার্কে কোন প্রকার শোভাযাত্রা বা জমায়েত করা যাবে না। জেলা/পুলিশ প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখবে এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। ত্রিপুরা সরকার এক আদেশে এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রকৌশলীদের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রকৌশলীদের। তাদের কর্মদক্ষতা এবং দূরদর্শিতার ফলে জনসাধারণের কল্যাণে গৃহীত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুফল দ্রততার সাথে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আজ আগরতলার পূর্ব শিবনগরস্থিত অনিক ক্লাব প্রাঙ্গণে ৫৩তম ইঁনিয়ার্স ডে উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, দেশের বরেণ্য ইঁনিয়ার ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ইঁনিয়ার্স ডে পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ইঞ্জিনিয়ারদের সার্ভিস ম্যাটার আপগ্রেড-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ক্যাডার ম্যানেজমেন্ট আপগ্রেড হওয়া সাপেক্ষে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ফুল ডিউটি চার্জ (এফ ডি সি)-র কর্তব্য পালনে পূর্বতন সরকারের প্রদেয় ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ১,৫০০ টাকা করেছে। তিনি বলেন, আগরতলা মার্ট সিটি প্রকল্পের সবরকম উন্নত প্রযুক্তির কাজে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ বছর যাবৎ রাজধানী আগরতলা শহর বিশেষ করে বনমালিপুর এলাকার বিভিন্ন নিম্না'লে প্রতি বছর অল্প বৃষ্টিতে যে জল প্লাবিত হতো তা থেকে বর্তমানে অনেকটাই পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছে। মূলত উন্নত জলনিকাশী এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজ্যের ইন্টিগ্রেটেড কমাণ্ড কন্ট্রোল সেন্টারের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

এই প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টিগ্রেটেড কমাণ্ড কন্ট্রোল সেন্টারের মাধ্যমে বৃষ্টির সময় আগরতলা শহরের নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলে জল জমা রয়েছে তা জেনে দ্রত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যের ইঞ্জিনিয়াররা অগ্রণী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩২ ▫ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৩০ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গাত্রদাহ নতুন কিছু নয়

গত কয়েক দিন ধরে প্রগতিশীল বাঙালিরা তড়িঘড়ি নিজেদের নির্জাত নিঃশ্রেণি ভেবে একখানা ‘অপর’ তৈরি করে পাপক্ষালনের খেলায় মেতেছেন। নতুন নয়। এমনটা তাঁরা ইতিহাসগত ভাবে করে এসেছেন। পরেও করবেন। কেন তাঁরা এটা করেন, তার ইতিহাসের রাজনীতিটা জেনে রাখা জরুরি। সেটা রাখলে রাতারাতি গৌরবান্বিত বা লজ্জিত, কোনওটাই হওয়ার দরকার হয় না। ঘটা করে নাটকীয় ভাবে লোকের সামনে লজ্জিত হলে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অপরাধ লঘু বা অদৃশ্য হয় না। সেগুলো গড়নগত সমস্যা। গড়নগত কথাটা লক্ষণীয়। এর ইংরেজি অনুবাদ স্ট্রাকচারাল। যে অনুবাদ আন্দ্রে বেতেই করেছিলেন, বিয়াল্লিশ বছর আগে। গড়ন মানে অক্ষয়বট নয়। গড়নও ভাঙে। আবার পুরোপুরি অদৃশ্যও হয় না। কখন কী ভাবে মাথাচাড়া দেয়, সেটা বোঝা জরুরি। তা হলে অতিনাটকীয়তা, অস্বীকার, লজ্জা বিতরণ এই সবের বাইরে গিয়ে একটা সমসাময়িক বোঝাপড়া হয়। সেটা জরুরি। সাদাকালোর বাইরে বার না হলে বিষয়টা বোঝারই অসুবিধে।কী হল গত কয়েক দিনে? ৩ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মেরুনা মুর্মু সমাজমাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন। এই বছর পরীক্ষা হওয়া উচিত কি না, সেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। মেরুনা লেখেন যে, না হলেই ভাল। আগে সুস্থ জীবন, তার পর পরীক্ষা। বোধ হয় আশঙ্কা করছিলেন যে, অনেক লোকের একসঙ্গে পরীক্ষা নিলে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে।সমাজমাধ্যম সমসামাজিক জগতের আয়নাও বটে, আবার তাকে অতিনাটকীয় করেও দেখায়। সমস্ত গণমাধ্যমই সেটা করে। সমীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব। সঙ্কেত হয় স্পষ্ট দাবি। সমস্ত কথারই একটা অতিরিক্ততা থাকে। গণপরিসরে বেরিয়ে ব্যক্তিগত মত একটা অবস্থান হয়ে যায়। তার সঙ্গে বক্তার ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তর বাস্তবতার একটা কাল্পনিক ছবি বয়ে নিয়ে সেই মত পাঠকের কাছে যায়। পাঠক এই ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট। সমাজমাধ্যমে গড়নগত ভাবে ব্যক্তিগত বলে কিছু হয় না। সামান্য কথাও গণপরিসরে এসে মতবাদী সংলাপে পরিণত হয়। এটা কথার অপলাপ বটে, কিন্তু সমাজমাধ্যমে সেটা হবেই।পারমিতা ঘোষ নামে বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের এক ছাত্রীর মনে হয় মেরুনা ঠিক বলছেন না। তিনি অধ্যাপকের ফেসবুক ওয়ালে গিয়ে বিস্তর অশোভন এবং অসমীচীন মতামত দিয়ে আসেন। তাঁর মনে হয় অধ্যাপক মুর্মু অযোগ্য ভাবে চাকরি পেয়েছেন, এবং এই লকডাউনের বাজারে বসে মাইনে পাচ্ছেন। শুধু তা-ই না, নিজের ওয়ালে সদর্পে ঘোষণা করেন যে, ‘একটি’ মুর্মুকে দু’কথা শুনিয়ে এসেছেন। তাঁকে যোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন। এই অন্যায় আচরণের আইনানুগ বিচার আবশ্যক। তিনি প্রাপ্তবয়স্কা। নিজের কথার বা মতের দায় তাঁকে নিতেই হবে। শেষ পাওয়া খবরে প্রকাশ, তাঁর পরিবার দাবি করেছে তিনি মানসিক ভাবে সুস্থ নন। এমন দাবিও উঠেছে যে কলেজ থেকে কোনও যোগাযোগই করা হয়নি। এই সব অভিযোগ ও দাবির ঠিক-ভুল বিচার করার খুব প্রয়োজন আছে কি? মনে হয় না।

যে কাজটা করা প্রয়োজন, সেটা অবশ্যই বেশ কঠিন। ব্যক্তিগত বাদ-বিসংবাদ একটু পেরিয়ে গিয়ে সামাজিক জীবনের দিক থেকে কতগুলো প্রশ্ন করতে হবে। অধ্যাপক মুর্মুর সমর্থনে বাংলায় এবং ভারতে বহু মানুষ লিখেছেন। ওঁর লেখাপড়া এবং পড়ানোর দক্ষতার উল্লেখ করেছেন তাঁরা। প্রয়োজন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শিক্ষকের আসনে নিয়োগ করেছে, এটাই যথেষ্ট। এর পরে জনে জনে যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অধ্যাপক মুর্মুর সমর্থনে অনেকে বৃহত্তর গড়নগত ক্ষেত্রে বাংলায় জাতভেদ নিয়ে বলছেন। বলছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি নাকি চির কাল বলে এসেছে বাংলায় জাতভেদ নেই। জাতভেদ মানে এ ক্ষেত্রে গণপরিসরে অস্পৃশ্যতা। যেটা উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে আজও পুরোপুরি যায়নি। বাংলাতেও না। তবে এটা জানা জরুরি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশে জাতভেদ গণপরিসরে অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ একটা লঙ্ঘিত মানবাধিকার হিসেবে দেখা দেয় না। দিলে সহজ হত।প্রসঙ্গত, অধ্যাপক মুর্মু সম্প্রতি নিজের জীবনের কিছু কথা বিস্তারে লিখেছেন। ওঁর বাবা ভারতের প্রথম সাঁওতাল আইপিএস অফিসার ছিলেন। বিস্তর বঞ্চনা সয়েছেন কাজের জীবনেও। মেরুনা বাংলার প্রথম সাঁওতাল, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গত কয়েক বছর ধরে ওঁর এই ব্যতিক্রমী জীবনগতি বিষয়ে অনেক জায়গায় বলেছেন, লিখেছেন। সমস্যাটা এইখানেই। অধ্যাপক মুর্মু একটু বেশিই যোগ্য। এ দিকে অধিকাংশ হিন্দু বাঙালি সরকারি চাকরিকে দেখে নিশ্চিত জীবনের একটা গ্যারান্টি হিসেবে। গত সত্তর বছরে বাংলায় এই একটি জিনিসের অবক্ষয় হয়নি সরকারি চাকরির বাজার। গত কুড়ি বছরে সর্বভারতীয় রাজনীতির চাপে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ মেনে অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধিদের সরকারি চাকরি দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে। সংরক্ষণ তো নতুন কথা নয়, আগেও ছিল। তবে রাজনীতির ঠেলাটা ছিল না। ইতিহাস বলছে, সংরক্ষণের কল্যাণে এত দিনে একটা ছোট দলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। তারা সংরক্ষণের সুবিধে ভোগ করবে না তো কারা করবে? উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেও চির কাল অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগীরা বেশি সুবিধে পায়। এতে গাত্রদাহের কোনও সুযুক্তি নেই।অন্য দিক থেকে, গাত্রদাহটাকে আসলে একটা ইতিবাচক ব্যাপার হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রতিযোগিতা অনুভূত হচ্ছে বলেই না গাত্রদাহ। আগেও এমন দেখা গিয়েছে। সামাজিক ক্ষমতা হাত থেকে বেরিয়ে যেতে থাকলে পূর্বতন ক্ষমতাধারীরা ঠিক এমনই বোধ করে। এই কারণেই মেয়েরা বাড়ির বাইরে বার হলে একশো বছর আগে তাদের ‘বাজে মেয়ে’ বলা হত। সেই নিয়ে বাংলায় মানবীবিদ্যা চর্চায় বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এই কারণেই ব্রিটিশ শাসনে বাংলায় মুসলমানদের চাকরি সংরক্ষণের প্রস্তাবের অমন ভয়ানক বিরোধিতা হয়েছে। ১৯৩২ সালে যখন দলিতদের আলাদা ভোটাধিকার হল, ভারতীয় তথা বাঙালিরা রাগে অভিমানে মূর্ছা গেলেন। সে কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া! এক দিকে গাঁধীর অনশন। অন্য দিকে বাংলায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অবধি তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদকারী দাবাখেলা বললেন। দেখা গেল, দলিতরা সেই আখ্যানে কেবল খেলার পুতুল। ১৯৪৬ সালে অম্বেডকরকে যখন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলা থেকে গণপরিষদে পাঠাবেন, তখন একটি কাগজ সম্পাদকীয় লিখল যে, জিন্না আর অম্বেডকর ব্রিটিশ রাজের পোঁতা দু’টি বিষবৃক্ষ। যেন গাছের জীবন নেই। যে পুঁতবে, গাছ তারই মালিকানা এবং দায় এবং দায়িত্ব।বিতর্কটা আসলে এই মালিকানা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সামাজিক মালিকানা কার? অধ্যাপনার বাস্তবতার সঙ্গে এই সামাজিক মালিকানার সরল সমীকরণটা আধিপত্যবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ভিত্তিক। অধ্যাপক মুর্মুর মতো মানুষ নিছক পুতুল হিসেবে স্বাগত। কিন্তু অধ্যাপক মুর্মু পুতুল হবেন না ঠিক করেছেন। তোই ওঁকে নিয়ে এত বড় সমস্যা।তবে যে বিষয়টা নিয়ে এই বিবাদের শুরু, সেটা ভুলে গেলে ভুল হবে। পারমিতারা চাকরি-বাকরি না পেলে অধ্যাপক মুর্মুর মতো বিরল মানুষের বিড়ম্বনা বাড়বে বই কমবে না। দায়টা অধ্যাপক মুর্মুর নয়। কিন্তু পারমিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার পরেও সমস্যাটা কমার কথা নয়।

প্রয়াত পাঁচ টাকার ডাক্তার নৈহাটির ‘বিধান রায়’

কলকাতা,১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনাতে মৃত্যু হল নৈহাটির পাঁচ টাকার ডাক্তার ‘বিধান রায়’-এর। গোটা নৈহাটি তাঁকে চিনত এই নামেই। রোগী দেখে ভিজিট নিতেন মাত্র পাঁচ টাকা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর শ্বাস কষ্ট ও জ্বর ছিল। শনিবার বাড়াবাড়ি হতে তাঁকে রাতে বেলঘরিয়ার একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। সোমবার রাত ১০,৩০ নাগাদ পর পর দু’বার হার্ট অ্যাট্যাক হয় তাঁর। সেই ধকল নিতে না পেরে তখনই মারা যান তিনি। ১৯৭৮ সালে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মাধ্যমিক পাশ করা প্রয়াত হিরন্ময়বাবু আইএমএ রাজ্য শাখার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে শুধু নৈহাটি নয়, রাজ্যের চিকিৎসক মহলেও গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

কতটা সৎ উমর খালিদ

আর কে সিনহা

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক মামলায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সদস্য উমর খালিদকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। টানা ১১ ঘণ্টা জেরার পর, উমর খালিদকে গ্রেফতার করা হয়। উমর খালিদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে থাকাকালীন রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে দিল্লিবাসীকে ইন্ধন জোগানোর অভিযোগ রয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। আসলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরোধী এবং সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলার পরই উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। এরপর যা কিছু হয়েছিল সেই সম্পর্কে দেশ ও দুনিয়া ভালোভাবেই অবগত। ওই দাঙ্গায় কমপক্ষে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং ২০০ জন আহত হয়েছিলেন। মনে রাখার বিষয় হল, ২০১৬ সালে জেএনইউ-তে দেশ বিরোধী স্লোগান দিয়েও শিরোনামে এসেছিল এই উমর খালিদ। ওই মামলাতেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কানহাইয়া কুমারের সঙ্গে দেশদ্রোহিতা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ছিল উমর খালিদ। যদিও অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। খালিদের বিরুদ্ধে বারবার এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দেশ বিরোধী এবং সন্ত্রাসী আফজল গুরুর সমর্থনে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের হয়েছিল। জেএনইউ ক্যাম্পাসে হিন্দু দেবদেবীদের আপত্তিকর ছবি লাগিয়ে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে খালিদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে, ২০১০ সালে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারায় সিআরপিএফ জওয়ানদের মৃত্যুর পর আনন্দ উদযাপন করছিল উমর খালিদ।

যেন বাঁচতে না পারে কোনও দাঙ্গাবাজ

১৯৮৪ সালের পর ২০২০ সালেই ভয়াবহ দাঙ্গার সাক্ষী থেকেছে দিল্লি। দাঙ্গায় প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দিল্লি হিংসায় যাঁরা উস্কানি দিয়েছে, অথবা অংশ নিয়েছে তাঁদের স্থান শুধুমাত্র জেল। তাঁদের যেন কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হয়, এটাই চাইছে দেশের জনগণ। দাঙ্গার কারণে দেশের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে অকারণে দাগ লেগেছে। দিল্লি হিংসায় জড়িতরা যে কোনও সম্প্রদায় অথবা দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুক না কেন, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এই মামলায় হিন্দু অথবা মুসলমান দেখা উচিত নয় পুলিশের। দাঙ্গা তো দাঙ্গাই হয়। সবাই জানেন পরিকল্পনামাফিক দিল্লিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গা তো আচমকা হয় না।

এটা তো ঠিক, খালিদের বিরুদ্ধে যদি দিল্লি হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, তাহলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। এরইমধ্যে ছদ্মবেশী সেকুলারবাদীরা ময়দানে নেমে পড়েছে। তাঁরা খালিদের পক্ষেই প্রচার করছে। তাঁদের মতে, খালিদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, জামিয়া সমন্বয় সমিতি-র সদস্য সফুরা জরগরের জামিন আর্জি আদালতে খারিজ হয়ে যাওয়ার পরও এঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া-তে এম ফিল-এর ছাত্রী সফুরা গর্ভবতী ছিলেন। সফুরার বিরুদ্ধে দিল্লি হিংসায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া মহিলাকে কী জেলে পাঠানো উচিত নয়? শুধুমাত্র গর্ভবতী হওয়ার কারণেই কী গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও কোনও মহিলা জেল যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে? এই প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি ও সমীচীন। যদিও, সফুরা এখন তো জামিন পেয়ে গিয়েছে। যদি কেউ একবার আইনের ফাঁসে ফেঁসে যায়, তাহলে সে মাথা নত করে ক্ষমা চায়। ততক্ষনে অবশ্য অনেক দেরি হয়ে যায়। এরপর দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষও তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। উমর খালিদের গ্রেফতারির বিরোধিতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেকুলারবাদীরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হচ্ছে। বলছে উমর খালিকে গ্রেফতার করা একেবারে ভুল। এরাই সফুরার সময় বলছিল, সফুরাকে জামিন দেওয়া উচিত, যেহেতু সে গর্ভবতী।

আমাদের দেশে বাক স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, তাই আপনি চাইলে যা ইচ্ছা বলতেই পারেন। দিল্লির একটি আদালত সফুরার জামিন আর্জি খারিজ করে বলেছিল, আপনি যখন আগুন নিয়ে খেলছেন, তখন আগুন ছড়িয়ে পড়ার জন্য হাওয়াকে দোষ দিতে পারবেন না। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ধর্মেন্দ্র রাণা এটাও বলেছিলেন যে, অভিযুক্ত সফুরা হিংসায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও, দায়িত্বজ্ঞানহীন দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, সফুরা জামিন পেয়েছেন। উমর খালিদের ক্ষেত্রে আদালত কী রায় দেয় সে দিকেই আপাতত নজর রয়েছে। কিন্তু, ইটা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় উমর খালিদ এবং সফুরার উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য দাঙ্গা ভয়ানক রূপ নিয়েছিল। এখন এই মামলা আদালতের বিচারাধীন। আদালত তো তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই রায় দেবে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

সামাজিক মননে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে বর্ণবিদ্বেষের কালো ছায়া

শুভঙ্কর দাস

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুর উপর যেভাবে বর্ণবিদ্বেষের আঘাত নেমে এসেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। এটি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বর্ণবিদ্বেষের বীজ অনেক গভীরে যে রয়েছে, এই ঘটনা তার সুস্পষ্ট উদাহরণ বহন করে চলেছে। নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত মহানগরীতে বর্ণবিদ্বেষ সামাজিক মাধ্যমে যে ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে এর থেকে ভালো উদাহরণ হয়তো সমকালীন সময়ে আর হতে পারে না। ছাত্রীটির মনের গভীরে বর্ণবিদ্বেষের বীজ কি করে বপন হল তার সন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। স্রেফ নিন্দা করে বা ক্যামেরার সামনে বিবৃতি দিয়েই এই বিদ্বেষকে উপড়ে ফেলা যাবে না। প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। ব্যক্তির এবং সমষ্টি গত ভাবে সমাজের আত্মসমীক্ষার দরকার। সহ নাগরিকের পরিচয় যে কেবল তার পদবীতে সীমাবদ্ধ নয়, সেই চেতনা প্রতিটা জনগণের মধ্যে কেন জন্মালো না তা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজকর্মী রঞ্জিত শূর জানিয়েছেন, বেথুন কলেজের ছাত্রীটি যে ঘৃণ্য ভাষায় সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করে গিয়েছে তা ক্ষমাহীন। ছাত্রীটির পরিবারের উচিত ছিল তাদের সন্তান এমন মন্তব্য কেন করল তা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা। নিছক দোষ স্বীকার করলেই সমাধান হয়ে যায় না। বর্ণবিদ্বেষের এই গভীর অসুখ থেকে তরুণ-তরুণীদের নিরাপদ দূরত্বে রাখাটা প্রয়োজন। বর্ণবিদ্বেষের যে ধারা আমাদের সমাজে বহমান এবং তার থেকে জন্ম নেওয়া আধিপত্যকামী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এই ঘটনায়। বর্ণবিদ্বেষ নামক গভীর অসুখ সম্পর্কে চোখ খুলে দিয়েছে এই ঘটনা। যেভাবে মেরুনা মুর্মুকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করা হয়েছে তা হৃদয়বিদারক। ঘৃণার এই দৌরাত্ম্যে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছে।

ঘৃণা এবং বিদ্বেষ শিশুমনে পারিবারিক পারিপার্শকিতার প্রভাবে প্রবেশ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে যা সহ নাগরিকের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের অগ্নুৎপাত হয়ে ঝড়ে পড়ে। যদিও এমন ধারণাকে মান্যতা দিতে নারাজ মনোবিদ নীলাঞ্জনা সান্যাল। তিনি জানিয়েছেন যে মেয়েটির আশা এবং প্রত্যাশার বিপুলতা পূরণ না হওয়ায় সে হতাশার দিকে চলে গিয়েছিল। এখানে তার হতাশাটা এতটাই তীব্র ছিল যে সে সামান্যতম পরিসর পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়। এখানে পরিবারের ভূমিকা আছে বলে মনে করি না। মেয়েটির আক্রোশটা এতটাই বড় ছিল যে সেখানে সমস্ত শালীনতার সীমা লংঘন করে গিয়েছে।

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্বদের মনেও বর্ণবিদ্বেষ যে রয়েছে সেদিকে আলোকপাত করতে গিয়ে নীলাঞ্জনা দেবী দাবি করেছেন, ”প্যারিসে সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বাঙালি একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রথমেই তারা জানতে চান যে আমার বিবাহ পূর্বের পদবী কি ছিল। বর্ণবিদ্বেষের এই বহমানতা এখনো বর্তমান।” পাশাপাশি মেরুনা মুর্মুর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে যে ১৮০০ কমেন্ট করা হয়েছিল সেগুলিকে মূল্যবোধের অধঃপতন হিসেবে আখ্যা করেছেন নীলাঞ্জনা দেবী।

সমাজতাত্ত্বিক তথা ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) অধ্যাপিকা শময়িতা ঘোষ জানিয়েছেন, গোটা ঘটনাটি সামাজিক অবক্ষয় হিসেবে দেখাটা ঠিক নয়। কারণ সমাজের প্রচলিত ধারার মধ্যেই বর্ণবিদ্বেষ বহমান। অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু কর্মক্ষেত্রে এর আগেও প্রতিষ্ঠা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দ্বারা বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। সমাজের জাতিভিত্তিক বিন্যাস বহু হাজার বছর ধরে রয়েছে। এই সমস্যা নিহিত সমাজের কাঠামো বা স্ট্রাকচারে। কলকাতাকে যে সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হচ্ছে সেই সংস্কৃতির গেটকিপার বা রক্ষক কিন্তু উচ্চবর্ণ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা। আম্বেদকর নিজে বলে গিয়েছিলেন যে উচ্চবর্ণের তৈরি সেই সাংস্কৃতিক বৃত্তে অন্য বর্ণের প্রবেশাধিকার নিষেধ। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিত্বরাই সেই সংস্কৃতিকে লালন এবং পালন করে যেতে চান। তাই স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি এত বিদ্বেষ। উচ্চবর্ণে থাকা ব্যক্তিত্বরা ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার যে সুযোগ এবং পরিসর পায় তার থেকে কিন্তু বঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষ। সেই কারণে সমমানের অধিকারের জন্য সংবিধান সংরক্ষণের সুযোগ দিয়েছে। মেধা ঈশ্বরজাত নয়। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সেই মেধা গড়ে ওঠে। সরকারি চাকরির উচ্চপদে থাকা সিংহভাগ ব্যক্তিত্বরাই উচ্চবর্ণের অন্তর্গত। সমাজ তথা দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু যে সংরক্ষণের কোন সাহায্য ছাড়াই উচ্চ মেধা এবং শিক্ষার শীর্ষে যেতে পেরেছেন।উচ্চ শ্রেণীতে থাকা লোকেরা তা মানতেই চায় না। যে ঘটনাটা ঘটেছে তার ভিত্তি একদিনের স্থাপন হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে আট - এর দশক পর্যন্ত যে বামপন্থী আন্দোলন হয়েছে সেখানেও বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে নীরব থাকা হয়েছিল।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় জনপ্রিয় সংস্কৃতি যেরকম চলচ্চিত্র, সাহিত্য, নাটক সবকিছুতেই উচ্চবর্ণের দাপাদাপি। সেখানে দলিত বা নিম্নবর্ণের প্রবেশাধিকার একপ্রকার নেই বললেই চলে। সমাজের সাংস্কৃতিক আঙিনায় এই বেড়াজাল এখনও রয়েছে। এমনকি দলিত বা অন্ত্যজ শ্রেণীর পদবী শুনলে হাসাহাসি পর্যন্ত হয়। অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুর ওপর বর্ণবিদ্বেষী হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) বাংলার অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা না নেওয়া সত্ত্বেও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে মেরুনা মুর্মুকে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সংবিধানে সংরক্ষণ স্থান পেয়েছে। তবুও আদিবাসীদের সরকারিভাবে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তাদেরকে তপশিলি উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে নিজ ভূমে থেকে পরবাসীর মতন অবস্থা হয়েছে আদিবাসীদের। এমনকি সংসদ এবং বিধানসভাগুলিতেও পর্যাপ্ত মাত্রার তুলনায় আদিবাসী জন প্রতিনিধির সংখ্যা কম। সংবিধানে বর্ণিত সংরক্ষণ সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে থাকে। এতে কোন প্রকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। মেরুনা মুর্মুর প্রতি যে লাঞ্ছনা এবং অপমান ধেয়ে এসেছে তা গোটা আদিবাসী সমাজের কাছে বেদনার। এই আক্রমণ কোন এক ব্যক্তিকে করা হয়নি,তা গোটা একটা জাতিকে করা হয়েছে। ফলে বিষয়টিকে ছোট করে দেখা উচিত। গোটা ঘটনায় তিনি যে শঙ্কিত তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন পম্পা দেবী।

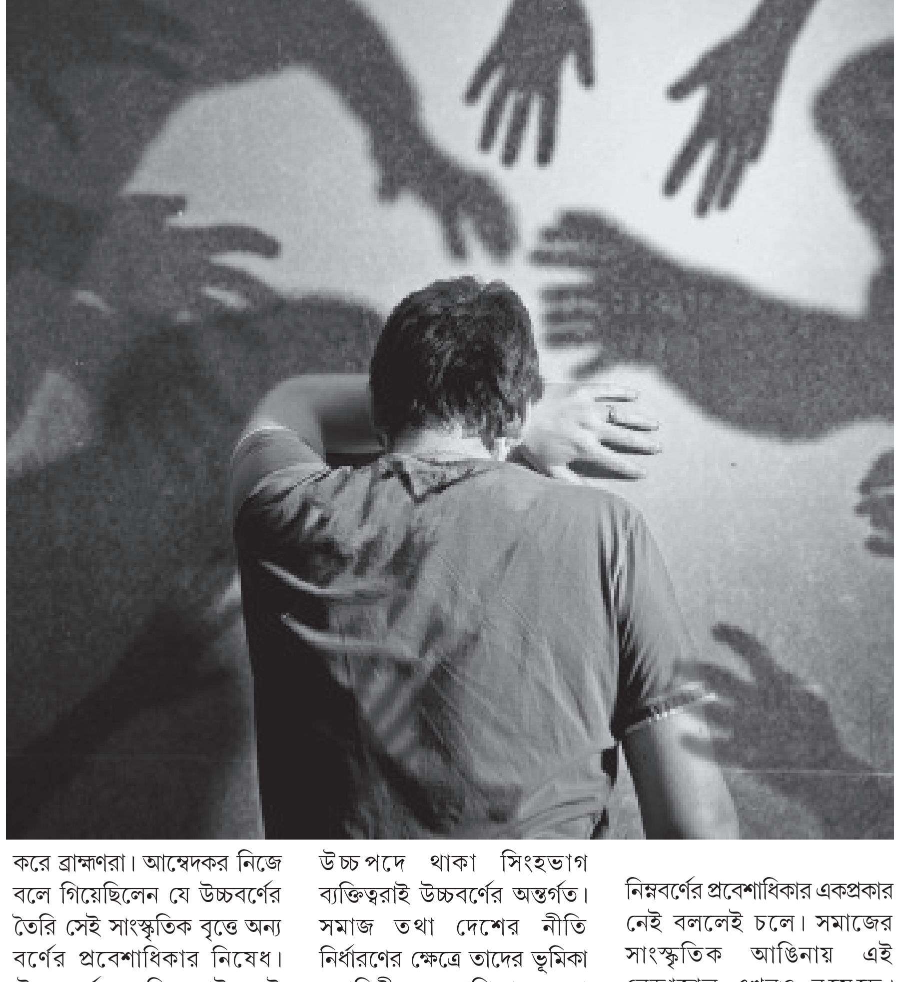

উল্লেখ করা যেতে পারে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে করোনা সংকটকালে পড়ুয়াদের শারীরিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চূড়ান্ত বর্ষের সেমিস্টার পরীক্ষা আয়োজন না করার আহ্বান করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মু। এরপরই বেথুন কলেজের ওই ছাত্রী অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করে বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য করে গিয়েছে। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মহানগরীর সাংস্কৃতিক মনষ্কতা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার বিজেপি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধের খবরে বাংলাদেশে এক দিনেই দাম দ্বিগুণ

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৫।। অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সংকট ও মুল্যবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে ভারত সরকার। এর একদিনের মাথায় দিনাজপুরের স্থলবন্দরের আড়তগুলোতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। গতকাল প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও আজ তা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে। খুচরাতে যা ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে, আমদানি বন্ধ করে দেওয়ায় ভারত অভ্যন্তরে দেশে প্রবেশের অপোয় আটকা পড়েছে ২৫০ পেঁয়াজবাহী ট্রাক। অপরদিকে আরও ১০ হাজার টনের মতো এলসি পড়ে রয়েছে। এতে করে তির মুখে পড়েছেন আমদানিকারকরা।

হিলি স্থলবন্দরের আড়ত থেকে পেঁয়াজ কিনতে আসা রফিকুল, সেলিম ও ফারুক বলেন, "গতকালই হিলি থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে গেলাম ৩৪-৩৫ টাকা। একদিন পরেই আজ কিনতে এসে দেখি দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। যে পেঁয়াজের ছাল নেই পঁচে গেছে, সেই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৫২ টাকা করে। আর একটু ভালোটা বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে। ৬০ টাকা দাম শুনে ঘর থেকে ঘুরে আসতেই তা বেড়ে ৬৫-৭০ টাকা হয়ে যাচ্ছে।"

"আমরা মনে করছি সিন্ডিকেট করেই এসব পেঁয়াজের দাম বাড়ানো হচ্ছে সিন্ডিকেট ছাড়া কিছু নয়। পেঁয়াজ যদি না থাকতো তাহলে তো হতো। কিন্তু তাদের কাছে তো পেঁয়াজ রয়েছে।"

হিলি বাজরে পেঁয়াজ কিনতে আসা নুরে আলম ও নজরুল ইসলাম বলেন, "গতকাল যে পেঁয়াজ ৩৫ টাকা দরে কিনে নিয়ে গেছি, পেঁয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে শুনে বাজারে কিনতে এসে দাম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছি। প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৮০ টাকা চাচ্ছে। আর একটু খারাপ ৬০ থেকে ৭০ টাকা। যে যার মতো পেঁয়াজের দাম বাড়াচ্ছে।"

হিলি স্থলবন্দর আমদানি রফতানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুন উর রশীদ হারুন বলেন, সম্প্রতি দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা ঘিরে ব্যাপক পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি করে দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে আমদানিকাররা বেশ পরিমাণে এলসি খুলেছিল। কিন্তু ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বাড়ার কারণে রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে করে দেশে প্রবেশের অপোয় ভারতের অভ্যন্তরে আটকা পড়েছে ২৫০ পেঁয়াজবাহী ট্রাক। অপরদিকে আরও ১০ হাজার টনের মতো এলসি পড়ে রয়েছে। যার কারণে আমরা তির মধ্যে পড়েছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। অন্তত যেন যেসব পেঁয়াজ ট্রাকে লোড অবস্থায় রয়েছে সেগুলো যেন দেওয়া হয়। যেখানে আন্তর্জাতিক আমদানি রফতানিনীতি অনুযায়ী কোনো পণ্যের এলসি খুললেই ও এলসি রিসিভ করলেই পণ্য দিতে হবে। কিন্তু তারা প্রতিবছর এইভাবে হঠাৎ করে কোনো কিছু না জানিয়ে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়। এ বিষয়ে সরকারের পদপে নেওয়া উচিৎ।" "একই সাথে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ও দাম নাগালের মধ্যে রাখতে ইতোমধ্যেই আমরা পাকিস্তান, তুরস্ক, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশে এলসি খুলেছি। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে পেঁয়াজ চলে আসবে তাতে করে দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।"

হিলি স্থল শুল্কস্টেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, "হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গতকাল কোনো পেঁয়াজ আমদানি হয়নি। এ বিষয়ে আমরা তেমন কিছু জানিনা বা সরকারি পর্যায়ে তেমন কোন নির্দেশনা নেই। তবে আমরা যতটুকু জানি, যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ রেখেছে। হিলি স্থলবন্দর দিয়ে সচরাচর গড়ে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ ট্রাক বা তারও বেশি পেঁয়াজ আমদানি হয় যা দিয়ে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা চলে। কিন্তু গতকাল সোমবার থেকে পেঁয়াজ আমদানি একেবারে বন্ধ রয়েছে।"

পেঁয়াজ রপ্তানিতে ভারতকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান বাংলাদেশের

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৫।। আমদানি নিরবচ্ছিন্ন রাখতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম শাহরিয়ার আলম জানান, বাংলাদেশ শিগগিরই এ বিষয়ে একটি ইতিবাচক ফলের অপোয় রয়েছে। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানার পরপরই বাংলাদেশ নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে বিষয়টি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে উত্থাপন করেছে। শাহরিয়ার বলেন, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার যে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভারত বাংলাদেশকে আগেই জানিয়ে দেবে এমন একটি অলিখিত বোঝাপড়া রয়েছে। ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ২০১৯ সালের অক্টোবরে দিল্লি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মন্তব্য করেছেন তিনি তা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের অক্টোবরে ভারতের একটি অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষায় বলেন, (ভারতীয় মিডিয়া অনুসারে) 'আমি আশা করি আপনি হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার আগে আমাদের জানাবেন। আমি আমার রাঁধুনীদের বলেছি যেন পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না করা হয়। আমি ভারতকে অনুরোধ করব এ জাতীয় পদপে নেয়ার সময় আগেই আমাদের জানান। যাই হোক, আমরা প্রতিবেশি।' এরপর ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা দাম বাড়ানোর জন্য পেঁয়াজ মজুদ করছেন আর্থিক তির মুখোমুখি হওয়ায় বাংলাদেশও অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করবে। শাহরিয়ার বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পেঁয়াজের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

করোনার মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার মুম্বই

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৫৮৫ জন। নিহত ৪৯। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৩৫৩৪। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৮৭৯। সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮২২৭। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৩৪০৬৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে মুম্বইতে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৭১৭। প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বস্ত করে জানানো হচ্ছে যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে লাগছে ৫৪ দিন। বাণিজ্য নগরীতে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭৭ শতাংশ।১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৯, ৩৬, ৫৭৪ জনের।

মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পূজায় ভিড় ঠেকাতে কঠোর করিমগঞ্জ প্রশাসন, জারি বিজ্ঞপ্তি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী বৃহস্পতিবার মহালয়া এবং এদিনই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। তাই অতিমারি করোনা প্রতিরোধে মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পুজোয় ভিড় ঠেকাতে শর্তসাপেক্ষ কয়েকটি নির্দেশ জারি করেছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। করোনা অতিমারির রূপ ধারণ করায় মহালয়ার অনুষ্ঠান ও বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে ভিড়ভাট্টা না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আজ মঙ্গলবার এই নির্দেশিকা জারি করেছেন জেলাশাসক। মূলত কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভিড় এড়ানো, সাবধানতা এবং প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নিতেই করিমগঞ্জ জেলায় ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পুজো কোভিড প্রটোকল মেনে আয়োজন করার নির্দেশ জারি করেছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের ৩৪ নম্বর ধারা বলে জারিকৃত এই নির্দেশিকা বলা হয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন সকালে তিন জনের বেশি ব্যক্তির একসাথে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অকারণে জেলার কোনও অঞ্চলেই মানুষের ভিড় গড়ে তোলা যাবে না। অবশ্য রাস্তায় অধিকতম তিন জন করে চলাফেরা করতে পারবেন এবং সর্বাবস্থায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক।

সেই সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজোয় সর্বাধিক ১৫ জন ব্যক্তি একসাথে উৎসব পালনে উপস্থিত হতে পারবেন। কোনও অবস্থাতেই জেলার কোনও স্থানে অযথা ভিড় জমাতেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বকর্মা পূজা কমিটিগুলোকে কোনও ধরণের ভেজা রান্না করা প্রসাদ বিতরণেও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা যাবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছেন উৎসব উপলক্ষে মণ্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা এবং রাস্তার পাশে দোকান স্থাপনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন জেলাশাসক। করিমগঞ্জ জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সভাপতি তথা জেলাশাসক আনবামুথান এমপির জারিকৃত নির্দেশিকায উল্লেখ রয়েছে, পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণের ক্ষেত্রেও করোনা বিধি মেনে নদীর পারে তর্পণ করা যাবে। যদি কেউ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অমান্য করেন তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে জেলা প্রশাসন। তাই সমাজের স্বার্থে ও নিজের সুরক্ষার জন্য বিধি নিষেধ মেনে মহালয়ার অনুষ্ঠান ও বিশ্বকর্মা পূজা উদযাপন করতে জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি।

কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা সংকটকালে দেশের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য নিয়ে প্রশ্ন তুলল দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সরকারের দেওয়া পাঁচশো এবং হাজার টাকা তার সঙ্গে পাঁচ কিলো খাদ্যশস্য দিয়ে কি গরিবরা সংসার চালাতে পারছে? প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস।যে সাহায্য গরিবদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হচ্ছে তার পুনর্বিবেচনা করে দেখা উচিত প্রশাসনের। মঙ্গলবার কংগ্রেসের দলীয় টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। সেই প্রশ্নে জানানো হয়েছে যে একজন গৃহিনী কি মাসে মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে সংসার চালাতে পারে? মাসে পাঁচ কিলো খাদ্যশস্য দিয়ে একটি গরিব পরিবারের কি ভরণপোষণ করা সম্ভব? প্রতিবন্ধী, প্রবীণ নাগরিক এবং বিধবাদের যে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এগুলি কি জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত? যদি প্রকৃত অর্থেই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে সরকার সাহায্য করতে চায় তবে পুনর্বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে অবিলম্বে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করে কংগ্রেস।

'অরুন্ধতী স্বর্ণ' প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নববধূদের সোনা কেনার জন্য উপহার স্বরূপ চল্লিশ হাজার টাকার অর্থসাহায্য দেওয়ার সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জনসচেতনতা অভিযান আরম্ভ হয়েছে করিমগঞ্জে। এ সম্পর্কে আমলা, সরকারি কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিরা স্থানে স্থানে চালাচ্ছেন জনসচেতনতা অভিযান।

নববধূ, যাঁদের বাবা-মার বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে এবং বয়স ১৮ বছরের উপরে, তাঁরাই এই প্রকল্পের জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়ের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে চা বাগানের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ না হলেও চলবে। আবেদন করতে পাত্র-পাত্রী উভয়ের ভোটার কার্ড, দুই কপি ফটো, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, মা-বাবার উপার্জনের প্রমাণপত্র লাগবে। এছাড়া বিয়েটি রেজিস্টার্ড হতে হবে। 'অরুন্ধতী স্বর্ণ' প্রকল্পের আবেদন করার এই নিয়ম জানিয়েছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি।

'অরুন্ধতী স্বর্ণ' প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা অভিযানে নেমেছেন জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সার্কল অফিসের আমিন, সমাজ কল্যাণ বিভাগের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ জেলার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা। এছাড়া জনপ্রতিনিধিরাও প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সচেতনতা সভা করছেন। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ জেলার অন্যান্য বিধায়করাও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় 'অরুন্ধতী স্বর্ণ' প্রকল্প সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে কমল দৈনিক সুস্থতার হার, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে ফের পাল্লা দিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অন্যদিকে কমেছে দৈনিক সুস্থতাও। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২২৭ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯১৯জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.৬১ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৫৯ জন। রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৯৪২জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৯হাজার ১৪৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৮১হাজার ১৪২জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪০৬২জনের। মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৪৮৭টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭,৬২৮। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮৩জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪১,৮১৯জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১১জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৫০০জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৩০৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতাকে টেক্কা দিচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১০জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫১০জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ২২৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৫লাখ ৬২হাজার ৮২১টি। এখন রাজ্যে ৭৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারে নতুন করে করোনায় সংক্রামিত ১৬২ জন

আলিপুরদুয়ার, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলায় মঙ্গলবার রেকর্ড সংখ্যক সংক্রামিতের খবর পাওয়া গিয়েছে। এদিন নতুন করে জেলায় মোট ১৬২ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিতদের বেশিরভাগকেই হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে সংক্রামিতরা জেলার কোন এলাকার সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এখনও পর্যন্ত জেলায় করোনায় মোট সংক্রামিত ৩৩৩৩ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২৮২৮ জন। বর্তমানে জেলায় অ্যাকটিভ রোগী আছেন ৪৭৬ জন।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনায় সংক্রামিত হয়েও যারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্য এবার চালু হল আলাদা আউটডোর। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি হাসপাতালেই মঙ্গলবার থেকে এই পরিষেবা শুরু করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সেইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে বেশ কয়েকটি বেড করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

বিজিবি-বিএসএফের স্থগিত হওয়া সীমান্ত সম্মেলন ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৫।। দুই দিন আগে স্থগিত হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত রাকারী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মধ্যকার সীমান্ত সম্মেলনের তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এ সম্মেলন চলবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সভা ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে বিজিবি সদরদপ্তর সম্মেলন কে শুরু হবে। বিজিবি মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। অন্যদিকে বিএসএফের ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন বাহিনীর মহাপরিচালক রাকেশ আস্থানা। ১৯ সেপ্টেম্বর যৌথ আলোচনার দলিল (জেআরডি) স্বারের মধ্য দিয়ে শেষ হবে চার দিনের সম্মেলন। এর আগে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সম্মেলনটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিমানের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিএসএফ প্রতিনিধিদল ঢাকায় পৌঁছাতে না পারায় সীমান্ত সম্মেলনটি স্থগিত করা হয়।

প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট আদায়ে চূড়ান্ত হয়রানি, কর্তব্যে গাফিলতি সরকারি কর্মীদের, বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি কাছাড়ের ডিসিকে

শিলচর (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রয়োজনীয় নথিপত্র তথা সার্টিফিকেট আদায়ের আবেদন জানিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না। কাছাড়ের জেলাশাসক কার্যালয়ের একাংশ কর্মচারীর খামখেয়ালিপনা ও গাফিলতির দরুন চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে মানুষকে।

নাগরিকত্বের প্রমাণপত্রের ডুপ্লিক্যাট সার্টিফিকেট তথা সার্টিফায়েড কপি ইস্যুর আবেদন জানানোর দীর্ঘ ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও কোনও সাড়া পাচ্ছেন না জনৈক মহিলা আবেদনকারী। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি তথা বার্থ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, নন-ক্রিমিলেয়ার, নেক্সট-টু কিন প্রভৃতি সার্টিফিকেট আদায় করতে গিয়ে বিস্তর হয়রান হতে হচ্ছে কাছাড় জেলার নাগরিকদের। ওই সব সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে নেই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা। একাংশ কর্মচারী ও অফিসারদের দায়বদ্ধতাবোধ বলতে কিছুই নেই।

দীর্ঘদিন থেকে এ ধরনের গাফিলতির একাধিক ঘটনাবলি দেখে এবার প্রতিবাদে সরব হয়েছে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি অসম (সিআরপিসি)। সিআরপিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা শিলচর শহরের প্রখ্যাত সমাজসেবী সাধন পুরকায়স্থ এ ব্যাপারে লিখিতভাবে আজ মঙ্গলবার কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কাছে এক স্মারকপত্র দাখিল করেছেন। তিনি স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ের বাসিন্দা প্রয়াত জীতেন্দ্রলাল পুরকায়স্থের মেয়ে পাহাড়ি পুরকায়স্থ নিজের বাবার নামের ইস্যুকৃত সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট (নং ১০২১২, ইস্যুর তারিখ ১৬/১১/১৯৫৬) হারিয়ে যাওয়ায় সার্টিফায়েড কপি চেয়ে গত ২১ মার্চ আবেদন করেছিলেন। আবেদনের কাউন্টার ডকেট নম্বর ১৯৩০। কিন্তু দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের সার্টিফায়েড কপি প্রদান করছে না কাছাড় জেলা প্রশাসন। ফলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ওই মহিলা পাহাড়ি পুরকায়স্থের হয়রানের মাত্রা কোনও পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এ প্রসঙ্গে সিআরপিসি-র সাধারণ সম্পাদক সাধনবাবু উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, সরকার একদিকে অবিরত 'ডি' (সন্দহভাজন বিদেশি) নোটিশ ইস্যু করে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নিয়ে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে নির্দেশ দিচ্ছে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আটকে রেখে জনগণের সাথে চূড়ান্ত অবহেলা ও কর্তব্যে গাফিলতি করছে। অথচ জনগণের কাজ করার জন্যই সরকারি কর্মচারীরা লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন গুণছেন। কিন্তু সরকারি একাংশ কর্মচারীর লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন নিলেও কর্তব্যের প্রতি একেবারেই দায়বদ্ধতাবোধ নেই। শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ডের প্রাক্তন কমিশনার সাধনবাবু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মানবাধিকার সম্পর্কিত কাজের অভিজ্ঞতার নিরিখে আক্ষেপ ব্যক্ত করে বলেন, পাহাড়ি পুরকায়স্থের সমস্যা নিয়ে তিনি সরাসরি খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের গাফিলতির তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তাঁর। অথচ জেলাশাসকের অফিস তথা সরকারি কার্যালয়ে কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান বহু কর্মচারী রয়েছেন। একাংশ দায়িত্ববোধহীন কর্মচারীর জন্যই একটি অফিসের সব স্টাফের বদনাম হচ্ছে।

তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তক্রমে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাহাড়ি পুরকায়স্থের মতো অন্যান্য অসহায় মানুষের আবেদনে সাড়া দিতে জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাধন পুরকায়স্থ। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ইস্যু বিষয়ক কাজ পিএফসির মতো কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদানের জোরালো দাবি জানিয়েছেন সাধন।

কোভিড সংক্রমিত অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবার কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর শরীরে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.১৬ মিনিটে গুরগাঁও থেকে নিজের টুইট হ্যান্ডেলে নিজে এই খবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু। তবে তাঁর শরীরে কোভিডের কোনও উপসর্গ বা লক্ষণ এখনও দেখা দেয়নি বলে জানান তিনি।

টুইটারে এই কয়দিনে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকলকে একান্তবাস তথা সরকারি প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা। পাশাপাশি সংস্পৃষ্ট সবাইকে করোনার পরীক্ষা করিয়ে নিতেও আবেদন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার আরটি-পিসিআর কোভিড টেস্ট করা হয়েছে। এতে ফলাফল পজিটিভ এসেছে। বর্তমানে আমার করোনার কোনও লক্ষণ দেখা দেয়নি। আমি সুস্থতা অনুভব করছি। তবে নিজেকে আইসেলেশনে রেখেছি এবং আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকলকে করোনার পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।' তিনি বর্তমানে প্রসঙ্গত, ৪১ বছর বয়সি অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিঙের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখাও করেছেন। তাঁর সঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইন, পূর্ব অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ তাপির গাও এবং মুখ্যসচিব নরেশ কুমারও ছিলেন। প্রতিরাক্ষা মন্ত্রীর রাজনাথের সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি এবং সাংসদের দল অরুণাচল প্রদেশের নানা সমস্যাবলির পাশাপাশি ভারত-চিন সীমান্ত প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন বলে অন্য এক সূত্রের খবরে প্রকাশ।

মঙ্গলবার আগরতলায় মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

৭০ ভাগ ওয়েব সিরিজই গার্বেজ: অঞ্জন দত্ত

অঞ্জন দত্ত সরাসরি লাইভে যোগ দিয়েই উপস্থাপিকাকে বলেন, 'তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে, নাকি আমি শুরু করব? অঞ্জন দত্তের মুখে আলো কম। তাঁর হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সেই চিরচেনা কথার ধরনে শুরু হয় অঞ্জন দত্তের প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার আড্ডা। তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজের সরাসরি চলচ্চিত্র আড্ডায় যুক্ত হন।

এই আড্ডায় উঠে আসে, ভালোভাবে বাংলা বলতে না পারা ছেলেটি কীভাবে কলকাতার বাংলা চলচ্চিত্রে অঞ্জন দত্ত হয়ে ওঠেন সেই গল্প। আলোচনাজুড়ে ঘুরেফিরে আসে বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক কুমার ঘটক, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষসহ দেশের মোস্তফা সরয়ার ফারুকীও স্থান পান আলোচনায়। অঞ্জন দত্ত একাধারে গায়ক, থিয়েটারশিল্পী, অভিনেতা ও পরিচালক।

অতীত ও বর্তমান চলচ্চিত্রের তরুণ নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের অতীত নির্মাতা এবং তরুণ নির্মাতাদের সঙ্গে কাজের পার্থক্য আরব সাগরের মতো, প্যাসিফিক ওশানের মতো অনেক বড় পার্থক্য। এই সময়ের নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করলে মনে হয়, চাকরি করতে এসেছি। কারণ, তাদের মধ্যে সেই প্যাশনটা নেই। অনেক নির্মাতা স্ক্রিপ্টই পড়ে না।' এই সময় তিনি আমাদের দর্শকের রুচি উন্নত করার কথা বলেন। দর্শকদের ভালো ছবি চাইতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দর্শক জনপ্রিয়তার পেছনে দৌড়ালে সিনেমা মারা যাবে। দর্শক চাইলে ভালো ছবি হবে। ভালো ছবি এখন না চললে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে চলবে? চাঁদে ভালো ছবি চলবে? ভালো ছবির পাশে দর্শককে দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি জানি, কত অল্প টাকায় বাংলাদেশে টিভির জন্য নাটক হয়। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

বর্তমান দর্শক বেশি ঝুঁকছে থ্রিলারের দিকে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সিরিয়াল কিলিং, খুনোখুনি, মারামারি, ড্রাগসএই থ্রিলারের দিকে এখন দর্শক, নির্মাতা ছুটছেন। এটাই কি ভবিষ্যতের সিনেমা? এখন যদি সবাই লগ্নি করার আগে থেকেই চিন্তা করে, দর্শক এই, ওই ছবি দেখছে, এগুলো বানালে টাকা ফিরে আসবে; তাহলে আমরা নতুন ধারা এবং নতুনভাবে চিন্তা করা থেকে পিছিয়ে আসব।'

তরুণ নির্মাতাদের সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমত, যেকোনো ধরনের মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে, সেই চোখ থাকতে হবে। সিনেমার প্রযুক্তির জ্ঞান, সম্পাদনা, ক্যামেরার কাজ জানতে হবে। প্রচুর সাহিত্য জ্ঞান থাকতে হবে। যেটা করতে চাই, সেটা করার অদম্য ইচ্ছা থাকতে হবে। ফরমায়েশি কাজ করলে হবে না। লোকে চাইছে বলে কিছু বানালে হবে না। তুমি নিজে যেটা ধারণ করো, সেটা করো। সেই জন্য প্রচুর বই পড়তে হবে, একটা ভালো সিনেমা বারবার দেখতে হবে, অজস্র পেইন্টিং দেখতে হবে।'

এই সময় তিনি অধিকাংশ তরুণ নির্মাতার কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'আপনারা এই যে একটা গল্প বলতে যাচ্ছেন, সেটা কেন? স্ক্রিপ্টটা কেন করছেন? অনেকেই বলবে আমার ভালো লেগেছে। তোমার তো রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার ভালো লাগে। সেটা কখনো উত্তর হতে পারে না। নির্মাণের জন্য তোমার ভেতর থেকে অদম্য টান থাকতে হবে। সে জন্য দেশ—বিদেশের সিনেমা দেখো। নির্মাতার দায়টা বুঝতে শেখো।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের এই আড্ডায় দর্শকদের প্রশ্ন থেকে এই নির্মাতার কাছে জানতে চাওয়া হয় বিভিন্ন প্রশ্ন। একজন দর্শক বর্তমান ওয়েব সিরিজের মান সম্পর্কে জানতে চাইলে অঞ্জন দত্ত বলেন, 'নেটফ্লিক্স থেকে শুরু করে ৭০ ভাগ অনলাইন স্ট্রিমিংয়ের ওয়েব সিরিজ গার্বেজ। রাজ্যের সব গার্বেজ দর্শক দেখছে। বড় বড় অনলাইন স্ট্রিমিংগুলোতে সত্যজিৎ রায়, বার্গম্যানের মতো ক্ল্যাসিক্যাল নির্মাতার তেমন কোনো ছবি নেই কেন? সব অস্কারের ছবি দিয়ে ভরা। অথচ এই গার্বেজই নাকি ভবিষ্যতের ফরম্যাট। এর কটা ভালো বলব? ওয়েব সিরিজের সবই খারাপ। তবে ৩০ ভাগ মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ। নেটফ্লিক্স, আমাজনসহ অন্যদের দায়িত্ব নিয়ে ভালো কাজ প্রচার করতে হবে।'

বাংলাদেশের মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'টেলিভিশন' ছবির তিনি খুবই প্রশংসা করেন। জানান বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতার যৌথ ছবি বেশি করে নির্মাণের কথা। সেটা করলে দুই বাংলার দর্শকের কাছে ভালো ছবি পৌঁছানো যাবে। দুই বাংলা মিলে এই ছবির বড় একটা দর্শক তৈরি হবে। তাহলে ভালো ছবি বেঁচে থাকবে। তবে প্রযোজকদের ইন্টারফেয়ার করতে দেওয়া যাবে না।

সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা' ছবিতে অঞ্জন দত্তের অভিনয়ের কথা ছিল। সেই ছবিতে অভিনয় নিয়ে তিনি বলেন, ""শাখা প্রশাখা" ছবির সময় তিনি একটি চরিত্র আমাকে দিয়ে করানোর কথা ভেবেছিলেন। সেটা জেনে আমি তো প্রচণ্ড উত্তেজিত। তারপর নানান কারণে সেটা হয়নি। আমার চরিত্রটি পরে রঞ্জিত মল্লিক করেছিল। আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুনে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। ওই সময়ে আমি মৃণাল বাবুর কাছে এসে কান্নাকাটি করেছিলাম।'

শুরুতেই অঞ্জন দত্ত দার্জিলিংয়ে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সময়ে ছবি দেখার গল্প শোনান। সেই সময়ে তাঁর দেশ—বিদেশের নানা ক্ল্যাসিক্যাল সিনেমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তখন থেকেই তিনি হতে চান একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা। পরে কলকাতায় এসে বিভিন্নভাবে সিনেমায় জড়াতে চেষ্টা করেন। তারপর মৃণাল সেনের 'কলকাতা ৭১' ছবিটি তাঁর মনে খুবই দাগ কাটে। চড়াই—উতরাই পেরিয়ে প্রথম সুযোগ হয় ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের ছবিতে অভিনয়ের। তখন থেকেই তিনি নির্মাণের কাজগুলো সেটের নির্মাতা, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, সম্পাদক এবং ছবির সেটের অন্য কলাকুশলীদের কাছ থেকে শিখতে থাকেন। পরে তিনি মঞ্চ, গান এবং পরিচালনার সঙ্গে জড়িয়ে যান। বর্তমানে গান না করা নিয়ে তিনি জানান, 'যত দিন মানুষ গান টাকা খরচ করে দেখবে না তত দিন নতুন গান নিয়ে আসব না।'

কিরগিজস্তান থেকে শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরালেন সোনু

মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তানে করোনা মরামারিতে আটকে ছিল বেশ কিছু ভারতীয় শিক্ষার্থী। তাঁদেরই একদলকে ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন সোনু সুদ। টুইটারে এ সুখবর জানিয়ে তিনি লেখেন, 'কিরগিজস্তানের শিক্ষার্থীদের বলছি, তোমাদের জন্য সুখবর। ২৪ জুলাই শুক্রবার বিকেল তিনটায় বিশকেক শহরে থেকে প্লেন ছাড়বে। বারানসি এয়ারপোর্টে এসে থামবে। আশা করি তোমরা তৈরি। এই শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরাও যথাসময়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবেন। এখন সময়, পরিবারের সঙ্গে মোলকাতের। এই কঠিন সময়ে ভারতবাসী পরিবারের সঙ্গে থাকুক। মনোবল বজায় রাখার জন্য সেটি অত্যন্ত জরুরি।'কিরগিজস্তানের প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে ঘরে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছেন সোনু। আগামী দুই মাসের মধ্যে তাঁদের সবাইকে দেশে ফেরাবেন সোনু। আজ তার প্রথম দিন। প্রথম ফ্লাইটে ওই দেশে আটকে পড়া ১৩৫ জন শিক্ষার্থীকে ঘরে ফেরাবেন সোনু। এই ফ্লাইটটি ছিল গতকাল ২৩ জুলাই।

অনিবার্য কারণবশত ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়। সেই ঘোষণাও টুইটারে জানিয়েছিলেন সোনু।জনপ্রিয় কমেডিয়ান কপিল শর্মা সোনুকে 'সত্যিকারের হিরো' বলে লিখেছে, 'মানুষের চরম দুঃসময়ে যে পাশে এসে দাঁড়ায়, সে-ই তো সত্যিকারের হিরো। সোনুর প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পর্দায় ও ভিলেন হলে কী হবে, জীবনের গল্পে তো সে প্রকৃত নায়ক।

সৃষ্টিকর্তা সোনুর মঙ্গল করুন। সে যেন জীবনে সুখী হয় আর এভাবেই বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়।'

সোনু সুদ। এর আগে সোনুর ভাড়া করা ১০টি বিশেষ বাসে ৩৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে তাঁদের কর্মস্থল মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটকে পৌঁছানো হয়।

নিজ উদ্যোগে বাস, ট্রেন, এমনকি উড়োজাহাজে করেও এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ২০ হাজার পরিযায়ী দিনমজুর ও তাঁদের পরিবারকে বাড়ি পাঠিয়েছেন সোনু সুদ।ওমান, কাতার, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, লেবাননে আটকে পড়া প্রায় ৬৫ হাজার ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর জন্য ইতিমধ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পিটের কাছে হারছেন জোলি

ছয় সন্তানের অনুরোধে ২০১৪ সালের ২৩ আগস্ট ব্র্যাড ও অ্যাঞ্জেলিনা জোড়া লেগে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছিলেন ব্র্যাঞ্জেলিনা। দুই বছর পরই জানা গেল, ব্র্যাঞ্জেলিনা ভেঙে হয়েছে ব্র্যাড ও অ্যাঞ্জেলিনা। বিয়ের আগে এই হলিউড দম্পতি এক দশক থেকেছেন এক ছাদের নিচে। বিয়ের পর সেই সম্পর্কের দৌড় এগিয়েছে মাত্র দুই বছর। এক যুগের সম্পর্কে হলিউডের সবচেয়ে আলোচিত দম্পতি তাঁরা। বিবাহবিচ্ছেদের পরও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় পুরোনো সম্পর্ক, মামলা, বর্তমান স্ট্যাটাস নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় থাকেন অস্কারজয়ী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিট।

জোলি আর পিট দুজনের কথাতেই একাধিকবার উঠে এসেছে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছয় সন্তানের অভিভাকত্ব আর সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে কাদা---ছোড়াছুড়ি। বিচ্ছেদের আবেদনের সঙ্গে ছয় সন্তানের অভিভাবকত্বের অধিকারও চেয়েছিলেন জোলি। ২০১৮ সালের ১১ নভেম্বর সন্তানদের যৌথ কাস্টডি নিয়ে নতুন চুক্তিপত্র তৈরি হয়, যেটাতে সম্মতি নেই জোলির। কারণ, পিট তাঁদের সন্তানদের গায়ে হাত তুলেছেন, এ অভিযোগেই বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন জোলি। তাই পিটকে সন্তানদের অভিভাবকত্বের ভাগ দিতে রাজি নন তিনি। কিন্তু পিটও সন্তানদের সমান অভিভাবকত্ব চান। এখন পর্যন্ত এ মামলা পিটের দিকেই হেলে আছে। অন্যদিকে জোলির ঘনিষ্ঠ এক মুখপাত্র গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পিটের আইনজীবীর সঙ্গে বিচারকের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এ মামলাকে প্রভাবিত করছে। তাই নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর লকডাউনে সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন পিট। তাঁকে বেশ খোশমেজাজেই দেখা গেছে। জেনিফার অ্যানিস্টনের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কেও হাওয়া লাগছে। সব মিলিয়ে জোলির ভ্রূর কুঞ্চন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। জোলির দত্তক নেওয়া তিন সন্তান ম্যাডক্স (১৯), প্যাক্স (১৬) ও জাহারা (১৫)। অন্যদিকে জোলি ও পিটের তিন সন্তান, শিলোহ (১৪) এবং যমজ ভিভিয়েন (১২) ও নক্স (১২)। এই ছয় সন্তানের অভিভাবকত্বের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো আসেনি।

টানা ২৩ ঘণ্টা অভুক্ত হৃতিক

এক দানা খাবার নয়। এক ফোঁটা পানিও নয়। এইভাবে টানা ২৩ ঘণ্টা কাটালেন বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন। ইনস্টাগ্রামে ২৩ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার ছবিও পোস্ট করলেন। সঙ্গে জুড়ে দিলেন স্টপওয়াচের নির্দেশিত সময়ের ছবি, ২৩ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। এই পোস্টে ইতিমধ্যে ১৪ লাখ ৬৫ হাজারের বেশি 'লাইক' আর সাড়ে সাত হাজার মন্তব্য জড়ো হয়েছে। তবে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কী সেই কারণ?হৃতিক তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে নানানভাবে জুড়ে থাকেন। হৃতিকের পোস্ট করা ছবি ও ভিডিও ভক্তরা দারুণ পছন্দ করেন।

সম্প্রতি এই বলিউড নায়ক জানিয়েছেন যে তিনি ২৩ ঘণ্টা কিছু না খেয়ে, পান না করে কাটিয়েছেন। আর এর পেছনের বিশেষ কারণও ফাঁস করেছেন হৃতিক।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডের অভিনয়শিল্পীরা এখন গৃহবন্দী। হৃতিক এই লকডাউনের মধ্যে নিজের ফিটনেস নিয়ে খুবই সচেতন। নিজেকে সুস্থ ও ঝরঝরে রাখার জন্য এই বলিউড তারকা নানান উপায় বের করছেন।

হৃতিক নিজের আধিকারিক ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ভাগ করে নেওয়া সেই সেলফির পাশাপাশি হৃতিক এক অ্যাপের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন।

অ্যাপটি তাঁর ফিটনেসের ওপর কড়া নজর রাখে। ৪৬ বছর বয়সী হৃতিক জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যে না খেয়ে থাকা স্বাস্থ্যকর। আর বলেছেন, স্বাধীনতার মানে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করা। হৃতিকের এই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, না খেয়ে থেকেই আরও বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে হৃতিককে।বেশ কিছুদিন আগে হৃতিক মুম্বাই পুলিশকে সাহায্য করে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন। বিষয়টি মুম্বাই পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়ে ধন্যবাদ জানায় হৃতিককে। মুম্বাই পুলিশ তাদের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছিল, 'পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাঠানোয় হৃতিক আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের প্রথম সারির যোদ্ধাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আপনার এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।' এই টুইটের জবাবে হৃতিক আবার একটি পাল্টা টুইট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আমাদের পুলিশের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা কোনো কিছুর বিনিময়ে শোধ হওয়ার নয়। যাঁরা নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা সুরক্ষিত থাকুন। আমাদের সুরক্ষার জন্য করোনাযোদ্ধাদের ভালোবাসা আর লাল সালাম।' ২০১৯ সালে 'সুপার থার্টি' ও 'ওয়ার'—এর তুমুল সফলতা, দুই ছেলে আর সাবেক স্ত্রীকে নিয়ে দিব্যি কাটছে হৃতিকের লকডাউন।

নেহা বললেন, এই মুহূর্তে তিনি সবার সেরা

বলিউডের প্লেব্যাক সংগীতশিল্পীদের ভেতর বেশি ট্রলের শিকার হওয়া শিল্পী সম্ভবত নেহা কক্কর। সাম্প্রতিককালের আঁখ মারে, ও সাকি সাকি, দিলবার, চিজ বারি, কালা চশমা, গারমি গানের মতো সুপারহিট গান তাঁর গাওয়া। তিনি এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি পারিশ্রমিক গোনা প্লেব্যাক শিল্পীদের একজন। এত সফলতার পরও কেন সবাই তাঁদের নিশানা বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিম বানায়, ট্রল করে? সম্প্রতি ৩১ বছর বয়সী এই তারকা শিল্পী নিজেই দিয়েছেন সেই উত্তর।নেহা কক্কর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান আইডলের এই বিচারক বলেন, "যে কারণেই ট্রল করুক না কেন, প্রথমত, আমিও একজন মানুষ। আমিও অন্য যে কারও মতো আহত হই। আর কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, এগুলো স্রেফ ঈর্ষা থেকে করা হয়। সফল মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করে, ছোট করে তারা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এত মানুষ রেখে কেন নেহা? কারণ, আমি এক নম্বর। এই মুহূর্তে সবার সেরা।" তবে নেহা এ—ও জুড়ে দেন যে এই মানুষগুলো সংখ্যায় খুবই কম। আর এর বিপরীতে কোটি মানুষ তাঁকে ভালোবাসে। আর তিনি সেই ভালোবাসাকেই গুরুত্ব দিতে চান। "কাটাকুটি করে জীবনে সফলতা আর অর্জনগুলোই চিৎকার করে সব বাজে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম যখন আমি রিমিক্স করতে শুরু করলাম (অবশ্যই অনুমতি নিয়ে), তখন কত কথা! এসব শিল্পী গান ধ্বংস করে দিল। শুদ্ধ সংগীত বাঁচিয়ে রাখতে এদের হটাও। আর এখন এরাই আমার গানে নাচে। তালি দেয়।" যোগ করেন নেহা।

ট্রলের শিকার সোনম

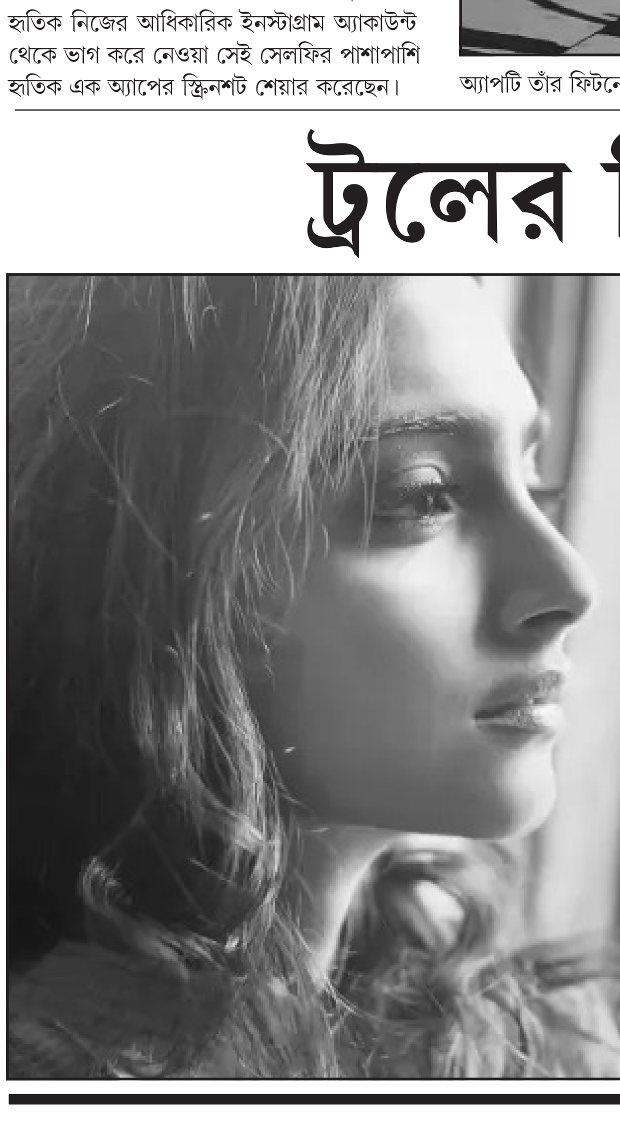

ছবি পোস্ট করে বা বেফাঁস মন্তব্য করে সাধারণত ট্রলের শিকার হন বলিউড তারকারা। তবে এবার ছবির শিরোনামের জন্য ট্রলকারীদের নিশানা হলেন সোনম কাপুর।

সোনম কাপুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণ সক্রিয়। কী করছেন, কী পরছেন, কী ভাবছেনএসব ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ায় জুড়ি নেই সোনমের। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ২ কোটি ৮৪ লাখের বেশি ফলোয়ার। নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে হামেশাই চর্চায় উঠে আসেন এই বলিউড তারকা। তবে এবার ছবির শিরোনামের জন্য রীতিমতো আলোচনায় উঠে এলেন সোনম। ট্রলকারীদের চাঁছাছোলা আক্রমণের শিকার হতে হলো তাঁকে।

সোনম সোফায় বসে আছেন, এ রকম একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'হে ভগবান, আমি এখন কী করব।' আর এখানেই যত বিপত্তি। সোনমের এই প্রশ্নসূচক শিরোনাম নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। এক নেটিজেন লিখেছেন, 'টাইলস সাফ করো, ঘরবাড়ি মুছে পরিষ্কার করো।' আরেকজন লিখেছেন, 'সোনম, আপনার তো প্রচুর টাকা। অনেক কিছুই করতে পারেন। একটু দান করুন।' আরও কয়েকজন এই বলিউড তারকাকে দানের পরামর্শ দিয়ে বলেন, অনুগ্রহ করে মহামারির দিনে এই লকডাউনে অসহায় মানুষকে সাহায্য করুন। এক ট্রলকারী অভিনয়টা, 'আমি বলব, অভিনয় করা বন্ধ করুন, যা পারেন না, তা করতে যান কেন?' এ ছাড়া আরও নানা মন্তব্যে ট্রোলাররা সোনমকে রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত করেন।সোনম এখন তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজার সঙ্গে দিল্লির বাসায়। মার্চে লন্ডন থেকে তিনি ফিরে আসেন। তারপর থেকে সোনম কোয়ারেন্টিনে আছেন। সম্প্রতি এই দম্পতি তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন। আবারো সোনমের বিয়ের ছবি আর ভিডিওতে, অভিনন্দন বার্তায় ভরে উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সোনমও তাঁর জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'বিশ্বাস করুন, এর চেয়ে ভালো সঙ্গী পাওয়া সম্ভব নয়। আমি ভাগ্যবান, আমি কৃতজ্ঞ। বাকি জীবন এমন একজন মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি, যে নিরামিষাশী, নিয়মিত ব্যায়াম, ইয়োগা করে। আর স্ত্রীকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসে।'

এই বলিউড অভিনেত্রী তাঁর দিল্লির বাসার বেশ কিছু ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। একটা ছবিতে দেখা গেছে সোনম স্বামী আনন্দের সঙ্গে শয্যাকক্ষের বিছানায় বসে আছেন। এ ছাড়া তিনি বসার ঘর, রান্নাঘর, পড়ার ঘর এবং বাগিচার ছবি পোস্ট করেছিলেন। সাদা গাউন পরে আকাশকে স্পর্শ করতে চাওয়া একটি ছবি পোস্ট করে জানিয়েছেন, তিনি উড়তে চান।

মঙ্গলবার বিজেপির ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

অসমের দুটি কাগজ কল পুনরায় চালু ও বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে শিলচরেও বিক্ষোভ প্রদর্শন এআইডিওয়াইও-র

শিলচর (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের দুই ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাগিরোড কাগজ কল এবং কাছাড় কাগজ কল পুনরায় চালু করা, এনআরএ বাতিল করা, রেল ও বিমানবন্দরকে বেসরকারীকরণ বন্ধ করা, 'সর্বনাশা' জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করা, সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাই বন্ধ করা, অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিত করা, জেলার বেহাল সড়কগুলোর দ্রুত সংস্কার সাধন প্রভৃতির দাবিতে যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন (এআইডিওয়াইও)-এর অসম রাজ্য কমিটির আহ্বানে গোটা রাজ্যের সাথে শিলচরেও ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সংগঠনের কর্মকর্তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে এআইডিওয়াইও-এর কাছাড় জেলা সম্পাদক বিজিত কুমার সিংহ বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্মসংস্থান দেওয়ার পরিবর্তে হাজার হাজার পদের বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। রেল সহ দেশের লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান জলের দরে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে চলেছে। ব্যাংক, ডাক বিভাগ ইত্যাদিতে কর্মী সংকোচন করছে সরকার। যার ফলে বেকারদের চাকরি লাভের সমস্ত সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অসমের দুটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাগিরোড এবং কাছাড় কাগজ কল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী বরাক উপত্যকায় নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর দল রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কাগজের উভয় কারখানা পুনরায় চালু করা হবে। কিন্তু রাজ্যে তাঁর দলের সরকারের কার্যকাল অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কাগজকল দুটি এখনও চালু হয়নি। বরং দেউলিয়া ঘোষণা করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিজিত কুমার সিংহ এ-ও বলেন, অপরিকল্পিতভাবে লকডাউন ঘোষণায় ইতিমধ্যেই দেশে সাড়ে তিন কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বহিঃরাজ্য কাজ হারিয়ে অসংখ্য মানুষ অসমে ফিরে এসেছেন। তাঁদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হলেও সরকার তা করেনি।এআইডিওয়াইও-এর পক্ষ থেকে সকল বেকারদের চাকরি দেওয়া ও চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বেকার ভাতা প্রদান করার দাবি জানানো হয়েছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়েছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অঞ্জন কুমার চন্দ, পরিতোষ ভট্টাচার্য, হিল্লোল ভট্টাচার্য সহ অনেকে।

বিদ্যাভারতীর 'মাই-নেপ' প্রতিযোগিতার প্রদর্শনীমূলক ভিডিওর অসমিয়া রূপান্তর উন্মোচিত

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির প্রশান্তপথে শিশুশিক্ষা সমিতি, অসমের প্রান্তীয় কার্যালয়ের 'বিদ্যা ভারতী ভবন'-এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সোমবার থেকে তিন দিনের বৈঠক শুরু করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় অসম প্রান্তের সংযোজক লালজি সোনারির নেতৃত্বে বিদ্যা ভারতী কর্তৃক আয়োজিত 'মাই-নেপ' প্রতিযোগিতার প্রদর্শনীমূলক ভিডিওটির অসমিয়া রূপান্তর আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। ভিডিওটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সহায়তার হাত এগিয়ে দিয়েছেন সঞ্জীব গগৈ, আর জে মেঘা এবং সংবাদ প্রবাহ।

দিন ভিডিওটি উন্মোচন করেছেন অসমের শিশু শিক্ষা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জগন্নাথ রাজবংশী। ভিডিওর উন্মোচনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ শিশু শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক কুলেন্দ্র কুমার ভাগবতী, সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিদ্যা ভারতী গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে। এই নীতির অধীনে সংশোধনের পরিসীমা, মাপকাঠি এবং এর প্রভাবের ওপর বিশদভাবে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে সামাজিক মাধ্যম এবং ওয়েবসাইট (ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্বাদ্রত্রদ্ধচ্দ্র)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

'মাই-নেপ' প্রতিযোগিতা মোট ১৩টি ভাষায় এবং ভারতবর্ষের গুণগত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হয়েছে। তিনটি বিভাগে বিভক্ত এই প্রতিযোগিতায় নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি শাখা, স্নাতক পর্যায়ের জন্য দ্বিতীয় শাখা এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য তৃতীয় শাখায় ভাগ করা হয়েছে। হাতে আঁকা ছবি, মিম প্রস্তুত করা, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা, ভাষণ প্রতিযোগিতা, রচনা লেখা প্রতিযোগিতা, শর্ট ফিল্ম তৈরি করা, ডিজিট্যাল ডিজাইনিং এবং টুইটার থ্রেড লেখার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও জাতীয় শিক্ষা নীতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। জয়ী প্রতিযোগিদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একেকটি করে প্রমাণপত্র দেওয়া হবে। জয়ী প্রতিযোগিদের নাম আগামী ৫ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে, এ কথা জানিয়েছেন অসম শিশু শিক্ষা সমিতির সহ প্রচার প্রমুখ শৈলেন্দ্র পাণ্ডে।

অসমের জমি নাগাল্যান্ডের দখলে, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি দিলীপের

ডিফু (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের জমি পুনরায় নাগাল্যান্ডের দখলে। দীর্ঘদিন থেকে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী অসমের জমি নিজেদের বলে দাবি করে আসছে নাগাল্যান্ড সরকার। এবার অসমের কারবি আংলং জেলার রিলাং গ্রামও নিজেদের বলে দাবি করে ইতিমধ্যে সরকারি ঘোষণা করে নাগাল্যান্ডের গৃহ মন্ত্রালয়ের সিলমোহর পড়ে গেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসমে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। অথচ এখনও কুম্ভনিদ্রায় আচ্ছন্ন রাজ্য সরকার এবং কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ।

ভেঙে দেওয়া জঙ্গি সংগঠন ডিএইচডি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা নাগাল্যান্ড সরকার কর্তৃক জবরদখল করা ডিমাসা অধ্যুষিত রিলাং গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। রিলাং থেকে ফিরে এসে দিলীপ নুনিসা বলেন, অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী ডিমাপুর দলদলি অভয়ারণ্যের দিশাপুর নামের ডিমাসা অধ্যুষিত একটি গ্রাম রয়েছে। ডিমাসা অধ্যুষিত এই রিলাং গ্রামটি এখন নাগাল্যান্ড সরকার নিজেদের বলে দাবি করে সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করেছে। তিনি বলেন, রিলাং গ্রাম দখল করে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত কৃষি নষ্ট করার পাশাপাশি গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

দিলীপ নুনিসা বলেন, কারবি আংলং জেলার একটি গ্রাম যাকে নাগাল্যান্ড সরকার নিজের বলে দাবি করে সরকারি সিলমোহর দিয়ে দেয় সেই সময় কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং বিষয়টি নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেননি। ক্ষোভ জাহির করে তিনি বলেন, কারবি পরিষদের সিইএম বা কোনও জনপ্রতিনিধি গ্রামটি পরিদর্শন পর্যন্ত করেননি। দিলীপ বলেন, নাগাল্যান্ড সীমান্তে চার চারটি অসম পুলিশের বর্ডার আউটপোস্ট থাকার পরও সেই সব বর্ডার আউটপোস্টগুলি অসমের বলে ভূমি রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন দিলীপ নুনিসা।

করোনায় প্রথম মৃত্যুহীন দিন পার করল অস্ট্রেলিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস প্রশাসনিক আধিকারিকদের

সিডনি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অস্ট্রেলিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় দেশে মারণ ভাইরাসে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ১৩ জুলাইয়ের পর করোনায় প্রথম মৃত্যুহীন দিন পার করল অস্ট্রেলিয়া। মারণ ভাইরাসের দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ রুখতে পেরে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

পাশাপাশি দেশে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ কমে আসায় মেলবোর্নে লকডাউন ও বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল করার কথা ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এখন থেকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের বাসিন্দারা শরীর চর্চার জন্য এক ঘন্টা বাড়ির বাইরে থাকতে পারবেন এবং পরিচিতদের বাড়িতেও যাতায়াত করতে পারবেন। ভিক্টোরিয়া প্রশাসন বুধবার মধ্যরাত থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার ছাড়পত্র দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৮১৬ জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা, তাদের ৯০ শতাংশই ভিক্টোরিয়ার বাসিন্দা। ফলে মেলবোর্ন সহ বেশ কয়েকটি শহরে ফের লকডাউন ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাতে কিছুটা সুফলও মিলেছে। সংক্রমণ চিত্র যেমন নিম্নমুখী, তেমনই মৃত্যুও রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গত ১৩ জুলাইয়ের পর প্রথমবারের মতো মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ায় করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। তবে দেশটিতে নতুন করে আরও ৫০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

প্রাক্তন সেনাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনার পুনরায় তদন্তের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ২০১৬ সালে প্রাক্তন সেনাকর্মী সোনু মহাজনের ওপর হওয়া হামলার ঘটনার পুনরায় তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তার কাছে এই মামলা সংক্রান্ত অনেক তথ্য এবং প্রমাণ রয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাওয়া মাত্র পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

মঙ্গলবার অনিল দেশমুখ জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে জলগাঁও জেলার তৎকালীন বিধায়ক উমেশ পাটিল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রাক্তন সেনাকর্মী সোনু মহাজনের বাসভবনে ঢুকে তার এবং পরিবারের ওপর হামলা চালায়। হামলা হওয়ার পর পুলিশ কোনও অভিযোগ দায়ের করতে চায়নি। পরে সোনু মহাজন আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে পুলিশ ২০১৯ সালে অভিযোগ গ্রহণ করে মামলা শুরু করেন। সেই সময় পুলিশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। এই সংক্রান্ত একাধিক চিঠি অনিল দেশমুখের কাছে আসে। এরপরই এই মামলার পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যসভাকে অবগত করালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। রাজ্যসভাকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্বের ২১৫ টি দেশ করোনায় আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী করোনায় আক্রান্ত ২.৭৯ কোটির বেশি মানুষ। নিহত ৯.০৫ লাখের বেশি। আক্রান্তের অনুপাতে মৃত্যুর শতাংশ ৩.২।

করোনায় ভারতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতি ১০ লাখে ভারতে ৩৩২৮ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। প্রতি ১০ লাখে নিহত ৫৫। করোনা প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে ভারতের মৃত্যুর হার ন্যূনতম প্রতি ১০ লাখে।ভারতের করোনা পরিস্থিতি মহামারী বিজ্ঞানের বিভিন্ন মানদণ্ডের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন এবং সমাজ সক্রিয় থাকায় মৃতের সংখ্যা কমানো গিয়েছে। জনতা কার্ফু থেকে শুরু করে লকডাউন। দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে সবই সফলভাবে কার্যকর করে দিয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে রাজ্য এবং জেলাগুলির সঙ্গে ক্রমাগত ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত চল্লিশটিরও বেশি বৈঠক করোনা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে করেছে। দেশজুড়ে ১৭০৫ পরীক্ষাগারে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। এমনকি লাদাখ, মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মতন দুর্গম এলাকায়গুলিতেও করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতে প্রতি ১০ লাখে ৭২০ জনের করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যা কিনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড থেকে বেশি।

বিহারের উন্নয়নে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে কেন্দ্র অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। পূর্ব ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মঙ্গলবার সেই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রের মোদী সরকার বিহার রাজ্য এবং জনতার উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। মঙ্গলবার টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, বিহারে পানীয় জল সরবরাহ, পয় প্রণালি ব্যবস্থা, রিভার ফ্রন্ট ডেভলপমেন্ট সহ ৫৪১ কোটি টাকার সাতটি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। কেন্দ্রের মোদী সরকারের এই উন্নয়নমুখী প্রকল্পের জন্য বিহারবাসী স্বচ্ছ পানীয় জলের সুবিধা পাবে। পাশাপাশি তারা উন্নত মানের পয় প্রণালি ব্যবস্থারও পরিসর উপভোগ করতে পারবে। এর ফলে বিহারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

ছয়ের পাতায়

ডিব্রুগড়ের মরানে বমাল ধৃত নেশাদ্রব্য পাচারকারী যুবক

মরান (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার মরান শহরে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারকারী জনৈক যুবককে পাকড়াও করা হয়েছে। তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষ। ধৃতের নাম শরিফ উদ্দিন শেখ (২৫)। তার বাড়ি চড়াইদেও জেলার অন্তর্গত খুমটাইয়ে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নেশাদ্রব্য পাচারকারী শরিফ উদ্দিন মরানের পিয়লিনগরে কোনও এক যুবককে সোমবার রাতে নেশাজাতীয় সামগ্রী হস্তান্তর করতে গেলে স্থানীয় মানুষ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তার পর তারা ধৃত ওই যুবককে পুলিশের কাছে সমঝে দেন। মরান পুলিশ ধৃত শরিফ উদ্দিনের কাছ থেকে নেশা জাতীয় সামগ্রী ব্রাউন সুগার, গাঁজা, নেশার ট্যাবলেট এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সঙ্গে শরিফ উদ্দিনের এএস ০৬ আর ৭৯৮৪ নম্বরের স্কুটিটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শরিফ উদ্দিন মরান এলাকায় নেশা জাতীয় সামগ্রী সরবরাহ করে আসছে। ধৃত শরিফ উদ্দিনের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, এবং গোটা পাচারচক্রটির হদিশ খুঁজে বের করতে পুলিশের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন

গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের চার নম্বর হোস্টেলের নীচে উদ্ধার এমবিবিএস চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রের লাশ

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে জনৈক ছাত্রের রহস্যমৃত্যু হয়েছে। চার নম্বর হোস্টেলের নীচে উদ্ধার হয়েছে এমবিবিএস চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র বছর ২৩-এর নিমসিং পানমেইয়ের বিবস্ত্র লাশ। নিহত পানমেই ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত মাহুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোরের দিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের চার নম্বর হোস্টেলের প্রথম তলার বাইরে মাটির উপর উপুড় অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে নিমসিং পানমেইয়ের অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ। প্রথম তলার ১১৩ নম্বর কোঠার আবাসিক ছিলেন নিহত ছাত্র নিমসিং পানমেই। ঘটনার খবর পেয়ে ভাঙাগড় থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, মৃতদেহের মাথা এবং মুখে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। ঘটনাকে রহস্যজনক বলে মনে করছেন পুলিশের তদন্তকারী আফিসার। তবে মেডিক্যালের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র নিমসিং পানমেইয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে মাদক-যোগ আছে কিনা তা-ও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। অবশ্য সবকিছু নির্ভর করবে নিহতের ময়না তদন্তের রিপোর্টের উপর, বলেন পুলিশ অফিসার।

নগরায়ণ বর্তমান সময়ের বাস্তবতা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নগরায়ণ বর্তমান সময়ের বাস্তবতা। বহু দশক ধরে মনে করা হত নগরায়ণ আসলে একটি সমস্যা। কিন্তু, যদি এটি সমস্যা হয়, তাহলে সম্ভাবনাও রয়েছে। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিহারে নগরায়ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সঙ্গে সম্পর্কিত সাতটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সাতটি প্রকল্পের মধ্যে চারটি জল সরবরাহের সঙ্গে সম্পর্কিত, দু''টি নিকাশি ব্যবস্থা এবং একটি রিভারফ্রন্টের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে প্রমুখঊ

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, নগরায়ণ বর্তমান সময়ের বাস্তবতা। এখন সমগ্র বিশ্বে নগরায়ণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। বহু দশক ধরে মনে করা হত নগরায়ণ আসলে একটি সমস্যা। কিন্তু, আমি এমনটা মোটেও মনে করি না, যদি এটি সমস্যা হয়, তাহলে সম্ভাবনাও রয়েছে। নগরায়ণের অনেক বড় সমর্থক ছিলেন বি আর আম্বেদকর, অনেক আগেই তিনি এই সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, আমাদের শহরে সম্ভাবনা যেন থাকে, সমৃদ্ধি যেন থাকে, সম্মান ও সুরক্ষাও যেন থাকে, সশক্ত সমাজ হোক, আধুনিক সুবিধাও থাকুক। অর্থাৎ শহর এমন হওয়া উচিত, বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ও অসীম সম্ভাবনা যেন থাকে। শহর এমন হওয়া উচিত যেখানে সমস্ত পরিবার সুখ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে বাঁচতে পারেন। এটাই তো দেশের স্বপ্ন। এই লক্ষ্যে দেশ এগিয়েও চলছে।

ডিব্রুগড়ের মরানে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক

মরান (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরানে ভয়ঙ্কর এক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে লক্ষ্যজ্যোতি দিহিঙিয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ডিব্রুগড় থেকে আগত দ্রুতবেগী একটি ট্রাক বহুদূর পর্যন্ত পিষে নিয়ে যায় এএস ০৬ পি ০৮৬৭ নম্বরের স্যান্টো কারকে। স্থানীয় লোকজন সচক্ষে দুর্ঘটনাটি দেখে শিউরে উঠেন। তারাই নিজেদের উদ্যোগে গুরুতরভাবে আহত স্যান্টো গাড়ির চালক লক্ষ্যজ্যোতিকে তৎক্ষণাৎ মরান স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় নিহত স্যান্টো চালকের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে ঘাতক ট্রাকটি দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘটনাস্থল থেকে থেকে দ্রুত পালিয়ে গেছে। মরান থানার পুলিশ দুর্ঘটনা সংঘটিতকারী ট্রাক চালকের খোঁজে জাল বিছিয়েছে বলে জানা গেছে। সংলগ্ন সব থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে ঘাতক ট্রাককে আটক করতে ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে।

টানা দুমাস, ম্যানেজার নেই ইউবিআই-এর রামকৃষ্ণনগর শাখায়, দুর্ভোগে গ্রাহকদের

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টানা প্রায় দুমাস থেকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেই ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (ইউবিআই)-র রামকৃষ্ণনগর শাখায়। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের কর্ম সংস্কৃতি লাটে উঠেছে। ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে রামকৃষ্ণনগর ইউবিআই শাখাভুক্ত গ্রাহকদের।

গ্রাহকরা অভিযোগ করে বলেন, প্রতিদিন ব্যাং কে কাজের জন্য আসেন তাঁরা। এসে ব্যাং ক সম্পর্কিত কাজের জন্যজ দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শেষ মুহূর্তে গ্রাহকদের জানানো হয়, ব্রাঞ্চ ম্যা নেজার নেই কাজ হবে না। ব্রাঞ্চ ম্যা নেজারের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁরা নতুন খাতা খোলা থেকে শুরু করে ঋণ নেওয়ার কাজকর্ম করতে পারছেন না। কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সরকার গরিব সাধারণ মেহনতি মানুষদের জন্যত নানান ধরনের ঋণের সুবিধা করে দিয়েছে। ঠিক সে মুহূর্তে ব্যাংক মেনেজারের টানা দু মাসের অনুপস্থিতি ও খামখেয়ালিপনায় রামকৃষ্ণনগরের সাধারণ জনগণ সরকারি সুযোগ সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অভিযোগ, প্রায় দুমাস অতিক্রম হতে চলছে, কিন্তু ব্যাং কের ব্রাঞ্চ ম্যা নেজারের উপস্থিতির নাম নেই। যার ফলে সরকারের দেওয়া সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন গ্রাহকরা। বর্তমানে মাত্র হাতেগোনা তিন থেকে চারজন ব্যাং ক কর্মী কাজ করে যাচ্ছেন ওই শাখায়। এদিকে ব্রাঞ্চ ম্যা নেজারের কক্ষে তাঁর চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার সরকারি যাবতীয় লেনদেন হয় এই ব্রাঞ্চেই। কিন্তু ব্রাঞ্চ ম্যা নেজার না থাকায় সমস্ত ব্যা ঙ্কিং কাজকে সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বাকি কর্মচারীদের। রামকৃষ্ণনগর ইউবিআই ব্রাঞ্চের এই পরিস্থিতিতে নাজেহাল হাজার হাজার গ্রাহক।

এ ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানালেও কোনও হেলদোল নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা। খুব শীঘ্রই যদি ব্যাংকে কাজকর্ম স্বাভাবিক না হয়, তা হলে গ্রাহকরা আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

চলচ্চিত্র শিল্পে সরকারি সাহায্য না মেলায় উষ্মা প্রকাশ জয়া বচ্চনের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্যের জেরে খারাপ সময়ের মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্রশিল্প। এ বিষয়ে মঙ্গলবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ তথা বর্ষিয়ান বলিউড অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। চলচ্চিত্র শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তিনি। তার দাবী কিছু মানুষ বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরানোর জন্য উল্টো পাল্টা বক্তব্য রেখে চলেছে। রাজ্যসভার শূন্যকালে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়া বচ্চন জানিয়েছেন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জন করা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এই শিল্পকে আবর্জনা সঙ্গে তুলনা করছেন। কিছু মানুষ সামাজিক মাধ্যম দিয়ে মূল সমস্যার থেকে নজর ঘোরানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংকটের এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না। যারা চলচ্চিত্রজগতের ওপর উল্টাপাল্টা অভিযোগ ডেকে চলেছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত সরকারের। কয়েকজন ব্যক্তির জন্য গোটা চলচ্চিত্র জগতকে কালিমালিপ্ত করাটা উচিত নয়। এটি দুঃখজনক বিষয় যে চলচ্চিত্র শিল্পকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একশ্রেণীর লোকেরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে দেশ এবং সরকারের পাশে চলচিত্র জগৎ সর্বদা ছিল। এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল কয়েক লক্ষ মানুষের রুজি-রুটি। আয়কর সহ একাধিক মাধ্যমে সরকারকে কিভাবে সাহায্য করে গিয়েছে চলচিত্র জগৎ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বলিউডে পরিবারতন্ত্র নিয়ে বরাবর সরব হয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। অন্যদিকেত্নসোমবার বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ সংসদে দাঁড়িয়ে দাবি করেছেন যে বলিউডেও মাদকচক্র কাজ করছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তার প্রেক্ষিতে একদিন অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন জয়া বচ্চন।

উজান অসমের নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী দেওপানি চা বাগানে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার শ্রমিকরা

শিবসাগর (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি সমেত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠেছে অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত এলাকা। অসম চা উপজাতি ছাত্র সংস্থার নির্দেশে দেওপানি প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে চা শ্রমিকরা তাঁদের দৈনিক মজুরি ৩৫১ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর দাবি তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়েও আজ দেওপানি চা বাগান চত্বর উত্তাল করে তুলেন।

প্রতিবাদী চা শ্রমিকরা বাগানে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরনা দিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। শুধু তা-ই নয়, সরকারের নেতা মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে এদিন তাঁরা এলাকার পরিবেশ উত্তাল করে তুলেছিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব সরকার যেন তাঁদের দাবি পূরণ করে দেয় এটাই ছিল শ্রমিকদের মূল দাবি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেও অসম চা মজদুর সংঘ চা শ্রমিকদের দুর্গা পুজোর তিন সপ্তাহ আগে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে সরব হয়েছিল।

রাজ্যের শোষণের শিকার গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা, অভিযোগ বিজিটিএর

কলকাতা,১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য শিক্ষা ও অর্থ দফতরের সুপরিকল্পিত শোষণের শিকার হয়েছে গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি শিক্ষকরা। চাঞ্চল্যকর আভিযোগ করল বৃহত্তর গ্রাজুয়েট টিচার্স এসোসিয়েশন। মঙ্গলবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবি জানায়। তাদের মতে, সরকারি আধিকারিকদের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও চালাকি জন্য এখন বঞ্চিত এই শ্রেণীর শিক্ষকরা। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য রাজ্য পে কমিশনের চেয়ারম্যানকে রীট অফ ম্যানডামাস জারি করে দায়িত্ব দেওয়া সত্ত্বেও পে কমিশন চূড়ান্ত টাল বাহানা করছে। সরকারের এই ভূমিকায় গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকগণ চরম ক্ষুব্ধ। হুশিয়ারি দিয়ে শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় করোনা আবহের একটু উন্নতি হলেই তারা চরম আন্দোলনে নামবেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন দীর্ঘদিন এই বঞ্চনা, শোষন সহ্য করছেন? এবিষয়ে বিজিটিএর রাজ্য সম্পাদক সৌরেন ভট্টাচার্য বলেন, 'এস এস সি শুরু হওয়ার আগেও যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তারাও এই বঞ্চনার শিকার। কিন্তু তারা নীরব। যার প্রধান কারণ হল বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন গুলোর গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের প্রতি চরম উদাসীন্য। যদিও ২০০৯ সাল থেকেই তারা এই বেতন বৈষম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিবহাল। তবে আমরা থেমে থাকব না। আগামী দিনে আমদের দাবি নিয়ে আমরা সোচ্চার হব।'

পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যে সরকারই, সরকার পোষিত স্কুলে পিজি শিক্ষকদের যোষ্ঠ সিপিসি বা রোপা ২০০৯, অন্যান্য রাজ্য পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পে স্কেল ছিল ৯০০০-৪০৫০০/৯৩০০-৩৪৮০০, গ্রেড পে ৪৮০০। আর গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গ ব্যাতিত অন্যান্য রাজ্যে ৯০০০-৪০৫০০/৯৩০০-৩৪৮০০ গ্রেড পে ৪৬০০। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গ্রাজুয়েট শিক্ষক দের দেওয়া হলো ৭১০০-৩৭৬০০ , গ্রেড পে ৪১০০ যা সমগ্র ভূভারতে কোথাও নেই। প্রসঙ্গত বলা ভাল পঞ্চম সিপিসি বা রোপা ৯৮ এর সময়েও এক ঘটনা ঘটেছিল। আর তাই বঞ্চনার আভিযোগে বারে বারে আন্দোলনে সামিল হয়েছে গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বহু পাশ গ্রজুযেট শিক্ষক যাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন আছে দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছায় বা এমসি-র চাপে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ক্লাস নিচ্ছেন। তারা না নিলে হয়তো অনেক স্কুল থেকে অনেক বিষয় উঠে যেত বা নির্দিষ্ট বিষয় পোড়ানোর জন্য অনুমদন মিলত না। কিন্তু কাউন্সীল বা ডিআই অফিস থেকে তাদের এই মর্মে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে যে তারা উচ্চতর পে স্কেলের দাবি জানাবেন না। আর দাবি জানালেই আইনি মতে অন্যায় দাবি। তারা কন্টোল অফ এক্সপেন্ডিচার এক্ট ২০05 এর দোহাই দেবেন। অর্থাৎ পাশ গ্রজুযেট শিক্ষকদেরদের বেগার খাটানো অন্যায় নয়, শুধু অন্যায় হল উচ্চতর যোগ্যতা নিয়ে উচ্চ শ্রেনীতে ক্লাস নেওয়ার জন্যে যদি উচ্চ বেতন ক্রম দাবি করা।

২০ মাস পর খুলল মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগান

মাদারিহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ ২০ মাস পর খুলল আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগান। মঙ্গলবার সকালে বাগানে পৌঁছান সব শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। সেখানে যান মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। মালিকপক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার রূপিন্দার সিং রানাওয়াত, পুলিশের জয়গাঁর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লোপচান শেরিং ভুটিয়া প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত লেবার কমিশনার মহম্মদ রিজওয়ান জানান, প্রাথমিকভাবে বাগানের শ্রমিকদের ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া ২৫ দিনের হাজিরার অর্ধেক দেওয়া হবে। বাকি অর্ধেক ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এছাড়া বাগান বন্ধ করার বছরের বকেয়া পুজা বোনাস এবার পুজার আগেই দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,চ ড়িলাম,১৫ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ হিসেবে পালন করে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন মোর্চা। তারই অংশ হিসেবে আজ গোলাঘাটি বিধানসভার গোপিনগর কমিউনিটি হলে বিজেপি মাইনরিটি মোর্চার উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাইনরিটি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সভাপতি শতাব উদ্দিন, মাইনরিটি মোর্চার মন্ডল সভাপতি রফিকুল ইসলাম, বিজেপির মন্ডল সভাপতি নিতাই চন্দ্র শীল জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা।

গোমতী জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিল সিপিআই পি আই (এম এল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আট দফা দাবির সমর্থনে মঙ্গলবার গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুণ কান্তি দেবনাথ এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করলো সিপিআই পি আই (এম এল) গোমতী জেলা কমিটি। এদিন এই স্মারকলিপি প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল) এর গোমতী জেলা কমিটির পক্ষে পার্থ কর্মকার, গোপাল রায়, রুবেল সরকার। সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির উদয়পুর মহকুমা কমিটির পক্ষে রোশেনা বিবি, শংকরী দেবনাথ ও রাশিয়া বিবি। এদিন মাইক্রোফিনান্স সংস্থাগুলোর ঋণ মুক্তির জন্য কিস্তি ও সুদে বিশেষ ছাড় দেওয়া , বিভিন্ন সরকারী ব্যঙ্ক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ মঞ্জুর, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও অন্যান্য আটটি দাবীতে এদিন গোমতী জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আগরতলায় হোটেলে চুরি করতে গিয়ে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরেররবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন একটি হোটেলে চুরি করতে গিয়ে এক ব্যক্তি হাতেনাতে ধরা পড়েছে।তাকে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা যায় আটক যুবক ওই হোটেলের কাজ করতে গিয়েছিল। হোটেলে সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। চুরি করার সময় বিষয়টি মালিকের নজরে আসে। কখনোই তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ।

সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কমিউনিটি হলে দক্ষিনজেলা ভিত্তিক সংখ্যলঘু মোর্চার সাংঠনিক বৈঠকের আয়োজনকরাহয়। আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি শাহপরান উদ্দিন, সংখ্যালঘু মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি লালচান বাদসা, সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্যসহসভাপতি আখতার হোসেন, রাজ্য সদস্য হারুন চেঁধুরী, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, সাতটি মন্ডলের সখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি, সাধারন সম্পাদক, জেলাকমিটির সদস্যসহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই সাংগঠিক বৈঠকের মধ্যদিয়ে আগামীদিনে দলকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে কাজকরার পরামর্শ দেওয়াহয়।

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য বাঁকুড়ার জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি

বাঁকুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা মহামারীর জেরে লকডাউনের কারণে সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীরা সমস্যার সম্মুখীন। নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় তারা অজানা আশঙ্কায় ভুগছেন অপরদিকে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা সত্ত্বেও জমির পরচা না থাকার কারণে বনবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে এইসব মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন অথচ সরকারি স্তরে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।এই দাবিগুলির সমর্থনে মঙ্গলবার সিপিআইএমের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

তামলিবাঁধ ময়দান থেকে সংগঠনের সদস্য সমর্থকরা মিছিল করে জেলাশাসকের দফতরের সামনে হাজির হন। লিবারেশন এর সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জি বলেন বিষ্ণুপুর পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী সহ অন্যান্য অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান করা হচ্ছে না এর ফলে এইসব পরিবারগুলি অসহায় অবস্থায় পড়েছে অপরদিকে বাকুড়া দু নম্বর ব্লকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের খেমুয়ায় সরকারি পাট্টা পেয়ে বনের জমিতে বসবাসকারী গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র চলছে এই বিষয়ে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করে আজ তার কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। লকডাউন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব পরিবারগুলি রয়েছে বিশেষ করে যারা সরকারি আয়কর দিতে পারেনা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এইসব পরিবারগুলিকে মাথাপিছু মাসিক ১৫কেজি করে চাল দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িকে ধাওয়া, উদ্ধার ১৮০ কেজি গাঁজা

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি স):ইতিমধ্যেই সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু কাণ্ডে মাদক চক্রের হদিশ পেয়েছে তদন্তকারীরা। মাদক যোগে গ্রেফতার করা হয়েছে সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীকে। যা নিয়ে উত্তাল সিনে দুনিয়া। এরই মাঝে খোদ কলকাতা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান মাদক। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি থেকে উদ্ধার ১৮০ কেজি গাঁজা।

বর্তমানে রাতের বেলাতেও কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই শহরতলীতে নানান ধরনের ঘটনায় রাতের শহরে চলছে নাকা চেকিং। আর সোমবার বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে চলছিল নাকা চেকিং। তখনই পুলিশের চোখে পড়ে ওড়িশার নাম্বার প্লেট বসানো। পুলিশ দেখে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা চালকের। সন্দেহজনক গাড়িকে ধাওয়া পুলিশের। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে ঘটনা।পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ি থেকে উদ্ধার ১৮০ কেজি গাঁজা। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। ওড়িশা থেকে কলকাতায় পাচার হচ্ছিল মাদক। সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে।

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

অনেকাংশে এগিয়ে যাবে। মুজাফফরপুর রিভার ফ্রন্ট এর মাধ্যমে পর্যটন এবং পরিবেশ দুটি উন্নতি হবে। জনগণের কর্মসংস্থানের নতুন দিশা খুলে যাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের শুভ সূচনা এবং শিলান্যাস করেন।

১৬২ জন

তিনের পাতার পর

আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ গিরিশচন্দ্র বেরা বলেন, আমরা মূলত যারা নতুন করে করোনায় সংক্রামিত হচ্ছেন, তাঁদের নিয়েই ব্যস্থ হয়ে পড়ছি। কিন্তু যারা কোভিডজয়ী তাঁদের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছিল না। তাই এবার আমরা জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই কোভিডজয়ীদের জন্য আলাদা আউটডোর চালু করলাম। শারীরিক কোনও সমস্যা থাকলে সেখানে কোভিডজয়ীরা চিকিৎসা করাতে পারবেন।

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে চন্দ্রপুর বাজারে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলা চন্দ্রপুর বাজারে সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়।দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭০ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে সাফাই অভিযান এর উদ্যোগ গ্রহণ করে মহিলা মোর্চা। চন্দ্রপুর বাজারে সাফাই অভিযান এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা।সাফাই অভিযান এর অংশ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকেই শামিল হওয়া উচিত। মানিকবাবু বলেন আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্ম দিবস।এবছর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পুষ্টি সপ্তাহ ব্যাপী সেবা দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সারা দেশজুড়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্ম দিবস উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ পালন করা হবে। সেবা সপ্তাহে নানা সামাজিক কর্মসূচি ও সেবামূলক কাজ কর্ম করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর বাজারে মঙ্গলবার সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা এবং প্রদেশ বিজেপি সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন। এইসব সেবামূলক কর্মসূচিতে সকল স্তরের জনগণকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিশ্বকর্মা পূজায় লাভের মুখ দেখবে বলে আশা প্রকাশ করছে মৃৎ শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর।। আগামী বৃহস্পতিবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় মাতোয়ারা হবে সারা রাজ্যবাসী। এইবছর করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আনন্দে কিছুটা ব্যঘাত ঘটলেও প্রত্যেক বছরের ন্যায় এইবছরও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনায় মাতোয়ারহবে রাজ্যবাসী। শান্তির বাজার মহকুমার মৃৎ শিল্পীদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় উনারা এইবছর মুর্কি তেমন একটা বিক্রিহবেনা বলে ভেবেছিলো। তাই সকলে সীমিত পরিমানেমূর্কি তৈরিকরেছিলো। কিন্তু উনারাদেখছেন উনাদের তৈরী সবকয়টি মুর্কি বিক্রিহয়েগেছে। অনেকলোকজ মুর্কি ক্রিয় করতেএসে নিরাশ হয়ে ফিরেযেতেহয়েছে। এক কথায় বলাচলে লোকজনের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে মুর্কি নেই। মৃৎ শিল্পীরা জানান এই মহামারি চলাকালিন সময়ে উনারা নানান দিকথেকে ঋন নিয়ে চলেছেন। বর্তমানে উনারা এই মুর্কি বিক্রিকরে ঋন পরিষোধ করবে। এতেকরে উনারা স্বতি ফিরে পাবেন। অপরদিকে দেখাযায় বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্রকরে মুর্কি ব্যাবসায়ীরা মেলাঘরের মুর্কি নিয়ে শান্তির বাজারে হাজির হয়েছেন। উনাদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এইবছর মুর্কির সংখ্যা কম এনেছেন। কিন্তু উনারা আশাবাদী এই মুর্কিগুলি ভালোদামে বিক্রি করতে পারবেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজার প্রয়োজনীয় অন্যান্য মাটির সামগ্রী নিয়ে হাজির মৃৎ শিল্পীরা। এখন শুধু পূজার অপেক্ষা।

হাতেনাতে গ্রেপ্তার সাত জুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভুইয়ার মাথা সিটিআই ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে জান্ডিমোন্ডা খেলার সময় সাত জন জুয়ারীকে আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রায় দীর্ঘদিন যাবত চলছিল এই জোয়ার তান্ডব,যেখানে দুরদুরান্ত থেকে যুবকরা এসে পকেট খালি করে যায়।এলাকার কিছু দাপটীয় লোক এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জানিয়েছেন কয়েকজন।প্রায় লাখ লাখ টাকার খেলা হতো সেখানে।অনেক সময় টাকা দিতে না পারলেও সোনার চেইন, বাইক, গাড়ি এইসব কিছুর বিনিময়ে ও খেলা হতো। অবশেষে আজ বিশালগড় থানার সাব ইন্সপেক্টর বিজয় দাস গোপন খবরের ভিত্তিতে সাত জন জুয়ারীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে, যাদের মধ্যে কিশোর সরকার (৪২) বাড়ি এডিনগর, রাজীব গিরি(২৪) বাড়ি ঘনিয়ামারা,রাজীব দাস(২৮) বাড়ি গকুলনগর, বাপন দাস(২১) বাড়ি ভুঁইয়ার মাথা,রামু ভৌমিক(৩২) বাড়ি গকুলনগর,মিটন দেবনাথ (৩৩) বাড়ি রানিবাজার, কামাল মিয়া(৩৫) ধজনগর।তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা ও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়।বিশালগড় থানার সাব ইন্সপেক্টর বিজয় দাস জানায় তাদের বিরুদ্ধে গেম্বলিং এক্ট অনুযায়ি মামলা রুজু করা হয়েছে।

চায় কংগ্রেস

কে সুরেশ।মঙ্গলবার বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার দাবি পূর্ব লাদাখ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা উচিত সংসদের ভেতরে। এমনটা হলে সমস্ত বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিষয়টি নিয়ে সার্বিক আলোচনা না হলে দেশবাসীর কাছে একটা অস্পষ্টতার ছাপ রেখে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী পূর্ব লাদাখ প্রসঙ্গ লোকসভায় আলোচনা করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতার এই দাবিকে খারিজ করে দেন অধ্যক্ষ। অধীরবাবু জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কংগ্রেসের পূর্ণ আস্থা রয়েছে কিন্তু পূর্ব লাদাখের ঘটনা সম্পর্কে জানার অধিকার দেশবাসীর রয়েছে। তাই এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া দরকার।

বাসে তল্লাসি

বিভিন্ন ব্রেন্ডের বিলেতি মদ উদ্ধার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এই মদগুলি বাজেয়াপ্ত করে গাড়ীর মালিক অসিম পাল (৪০) কে আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। জানাযায় অসিম পাল শান্তির বাজার মহকুমার মুহুরিপুর আশ্রম পাড়ার বাসিন্দা। শান্তির বাজার দিয়ে প্রতিনিয়ত বাসেকরে নেশাসামগ্রী নিয়ে যায় নেশাকারবারীরা। শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী ও এস আই সঞ্জয় দের্বমার যৌথ উদ্দ্যোগে আজকের এই অভিযান চালানোহয়। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে বলতেগিয়ে শান্তির বাজার থানার ওসি জানান আসন্ন বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিনিয়ত এইধরনের অভিযানজারী থাকবে যাতেকরে পূজার সময় কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা নাঘটে। অপরদিকে আজকে অভিযান সম্পর্কে এস আই সঞ্জয় দের্বমা জানান আজকে অভিযানে ২৮ বোতল বিভিন্ন ব্রেন্ডের মদ উদ্ধারকরে যার বাজারমূল্য প্রায় ৫ হাজার ৫০০ টাকা বলে জানাযায়। তার পাশাপাশি গড়ীর মালিকে আটক করাহয় বলে জানান।

সংবাদ মাধ্যমকে

স্বাস্থ্য কর্মীদের বাধাও দেওয়া হয়েছে। গোমতী জেলার তিন জন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় এ্যাম্বুলেন্সে মারা গেছে। যদি এই সকল রোগীরা ভয় না পেত , সময়মত হাসপাতালে চলে আসতো তাহলে তাদের প্রান হারাতে হতো না। সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব রয়েছে মানুষকে সচেতন করার। সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী এইদিন স্পষ্ট করে জানান তিনি সেই দিন বলতে চেয়েছেন ত্রিপুরার মানুষের সামনে বিভ্রান্তকর তথ্য পরিবেশন করা হলে একজন অভিভাবক হিসাবে কোন ভাবেই তা মাপ করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন রাজ্যের সকল অংশের মানুষের প্রতি ওনার দায়িত্ব রয়েছে। প্রথম যে দিন জিবি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিল সেই দিন রাজ্যের মানুষ যথেষ্ট ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ ভয়ে জিবি হাসপাতালে যেতে চাইতো না। মানুষকে সাহস যোগানোর জন্য তখন তিনি জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। দীর্ঘ দুই ঘটনা সময় তিনি সেখানে কাটান। তিনি আরও বলেন ত্রিপুরার মানুষের মানসিক শক্তি অনেক বেশি। যারা ত্রিপুরার মানুষের মানসিক শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করবে তাদের কি করে তিনি মাপ করবেন। এই কথাই তিনি সেই দিন বলতে চেয়ে ছিলেন। তার বাইরে আর কোন কিছু নয়। সেই দিনের বক্তব্যকে কেউ যদি ভুল বুঝে থাকে, তবে তাঁকে ভালো ভাবে একবার দেখা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী এইদিন স্পষ্ট করে বলেন সাক্রমে তিনি যে কথা বলেছেন তা কাউকে দুঃখ দেওয়া কিংবা কাউকে অপমান করার জন্য বলেন নি। মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়, তা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি এইদিন ফের একবার সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীন ভাবে সত্য সংবাদ মানুষের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান। সরকার সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রতি আন্তরিক বলেও জানান তিনি।

গরুর গাড়ির ধাক্কায় এক টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর।। গরুর গাড়ির ধাক্কায় এক টিএসআর জওয়ান আহত। ঘটনা উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী এলাকায়। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে ট্রাফিক পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় জামজুড়ি থেকে গরু বোঝাইট্রু-০১-ঙ্গ- ১৭৪৬ নম্বরের গাড়িটি গরু বোঝাই করে দ্রুতগতিতে আসছিল। গাড়িটিকে দেখে ট্রাফিক অফিসে কর্মরত টিএসআর জওয়ানরা গাড়িটিকে আটকাবার চেষ্টা করলে গাড়িটি জোয়ানের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। এর ফলে এক জওয়ানের হাতে পায়ে চোট লেগেছে। ট্রাফিক অফিসার সমর দাসের বুদ্ধিমত্তায় গাড়িটিকে রাজারবাগ স্ট্যান্ডের কাছে আটক করা হয়। গাড়িচালক ও গাড়িটিকে আর কে পুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মাস্ক প্রদান

হচ্ছে। নিয়মিত রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। কোন অসুবিধা হলে দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে ২৯ টা। তবে আরো ক্যামেরা বসানো হবে। ৪৯ জন নার্সকে নিয়োগ করা হয়েছে। জিবির জন্য আরো ৫০ জন নার্সের প্রয়োজন হবে। তাঁর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারী ভাবে। বুধবার থেকে এজিএমসি-র কাউন্সিল ভবনে বিকেল ৪ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত রোগীর আত্মীয়রা এসে তাদের রোগীর বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে পারবে।

অনুরূপ ভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কোভীড ট্রিটমেন্ট সেন্টারের ভেতরে থাকা চিকিৎসকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন। এছারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে রি ব্রীদিং অক্সিজেন রিজার্ভার মাস্ক প্রদান করা হয়েছে। তিনটি ক্যাটাগরির মাস্ক আনা হয়েছে। এতে করে অক্সিজেন নষ্ট হবে না। গত তিন দিন এই বিষয়ে রোগীদের বোঝানো হয়েছে। মঙ্গলবার এজিএম সি-র কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অক্সিজেন কণসেট্রেটার আগে ছিল ৬০ টি। আরো ১০০ দেওয়ার দাবি ছিল। এখন ৩০০ এসেছে। রি ব্রীদিং অক্সিজেন রিজার্ভার মাস্ক আগামী দিনে প্রত্যেকটি কোভীড কেয়ার সেন্টার ও হাসপাতাল গুলিতে প্রদান করা হবে।

জিবিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ৭৫ জন ইন্টার্ন রয়েছে। তারা এই সময় কাজ করবে। ১৩০ জন পিজিটি রয়েছে। তারা সকলে কাজ করছে। তবে বিশেষজ্ঞ দল কিছু সাজেশন দিয়েছেন। গীতাঞ্জলী ও জিঞ্জার হোটেলে স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় দল ৭৫ জন ইন্টার্নকে কাজে লাগাতে বলেছে। বাইরে থেকে ৪ জন এম ডি ডাক্তারকে জিবিতে দেওয়া হয়েছে। আরো ৪ জন এম ডি ডাক্তারকে নেওয়া হবে এই সময়ে। ডায়ালেসিসে কর্মী কম ছিল। সোমবার ২ জনকে ডায়ালেসিসে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তারা কাজ শুরু করেছেন। বাই প্যাড মেশিন ২০ টি জিবিতে রয়েছে। আরো ২০ টি দেওয়ার জন্য বলেছেন। তা দ্রুত দেখা হচ্ছে। ১০ টি ভেন্টিলেটার ইনস্টল করা হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের সঙ্গে বৈঠক হয়।

সেই মোতাবেক আই এল এস ভেন্টিলেশন চেয়েছিল। তাদের চারটি ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়েছে বলে জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। যারা এখন থেকে গায়নো সমস্যা নিয়ে আসবেন তাদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের সোনগ্রাফির জন্য মেশিন দেওয়া হয়েছে। এক্সরে মেশিন দেওয়ার বিষয়টি দ্রুত বিবেচনা করে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। আই সি ইউ বেড আরো ৬০ টি বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুদিনের মধ্যে তা করা হবে। রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। জিবিকে নিয়ে যে ভাবে ভরসা ছিল তা এখনো আছে।

তাঁর প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান। তবে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন জিবির ১৫ শতাংশ কর্মী থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা ও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরেও এদের নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। দুটি দল মানুষকে সহায়তা করার জন্য কাজ করছে। সকলের সহযোগিতা নিয়ে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।সমস্ত পরিষেবা এম্বুলেন্স গুলিতে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এই মাস্ক দেওয়া হবে বলে জানান। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা রিপোর্ট দেবে। সেই অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে জানান জিবির রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। জিবি হাসপাতালে জার যে দায়িত্ব রয়েছে তারা সেই কাজ করছে। দায়িত্ব ছাড়া কেউ এখানে নেই বলে জানান তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন পশ্চিম জেলার শাসক, এম এস, ডেপুটি এম সহ অন্যান্যরা।

জন্ম

এখন কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে রয়েছেন। প্রসুতির পরিবারের পক্ষ থেকে ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরা ডিসট্রিক্ট কো -অর্ডিনেটর সুব্রত দেবনাথ জানান , ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবা গর্ভবতী মহিলা, ইমারজেন্সি রোগি সহ দুর্ঘটনাগ্রস্থ রোগী সহ সমস্ত ধরনের রেফার রোগিদের বিনা মূল্যে দিয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী

ভূমিকা নিচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা-সাবম সড়ক সম্পর্ণ উন্নত পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকারী সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল-এ ডেপুটেশনরত রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ইঁনিয়ারগণ এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি এই উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকার অটল জলধারা নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শহর এবং গ্রামীণ এলাকা মিলে এ পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯২৩টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্যের ইঁনিয়ারদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতীয় সড়ক উন্নয়নের জন্যও ৩,১৯৩ কোটি টাকার দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে রক্তদান, দুস্থ মানুষের সহায়তা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সেবা সপ্তাহ পালন করা হবে। তিনি ইঁনিয়ারদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান করোনা প্রকোপের মধ্যে একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নিজে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে সামনে রেখে বিভিন্ন সংগঠন সপ্তাহব্যাপী সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের ইঁনিয়াররাও এই সেবামূলক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসায় তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট ইঁনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইঁনিয়ার সুশান্ত নাথ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্টেট ইঁনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঁনিয়ার বিবেকানন্দ রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে পৌষ্টিক আহার সম্বলিত প্যাকেট বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের আয়োজক স্টেট ইঁনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি।

অঙ্গন

অভিশাপের নাম প্রথম বলেই উইকেট! শাপমোচন নাথান লায়নের আঙুলে

প্রভাত কি সব সময় দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেয়? কখনো দেয়, কখনো দেয় না। ক্রিকেটও এমনই। দুঃস্বপ্নের মতো শুরুর পরও যেমন আলো ছড়ানোর গল্প আছে, তেমনি হইচই ফেলে দেওয়া আবির্ভাবের পর পথ হারিয়ে ফেলারও। এসব গল্প নিয়েই নতুন এই ধারাবাহিক শুরু করলেন উৎপল শুভ্র

টেস্ট ক্রিকেটে নাথান লায়নের প্রথম বলটা ইউটিউবে একটু আগেই আবার দেখে নিলাম। প্রথম বলেই উইকেট, সেটিও আবার কুমার সাঙ্গাকারার! সাঙ্গাকারা বলেই ব্যাটসম্যানের নামটা বলা, নইলে ব্যাটসম্যান কে, তাতে কিই-বা আসে যায়! প্রথম বলে উইকেট তো প্রথম বলে উইকেটই, ১১ নম্বর ব্যাটসম্যানকে আউট করে পেলেও সেটির আনন্দ কম হয় নাকি! ২০১১ সালে গল টেস্টে লায়নের আনন্দ আর তাঁকে ঘিরে অস্ট্রেলিয়ান সতীর্থদের বাঁধনহারা উদযাপন আবার দেখতে দেখতে মনে পড়ল, এই দৃশ্যটাই টেলিভিশনে ''লাইভ'' দেখার কী মনে হয়েছিল! নাথান লায়নের জন্য একটু মায়াই হয়েছিল, এই রে, ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে গেল!

''ছেলেটা'' পড়ে অবাক হবেন না। মুন্ডিত মস্তক লায়নকে এখন যেমন ত্রিকালদর্শী এক প্রবীণের মতো দেখায়, তখন তিনি এমন ছিলেন না। নাথান লায়নের মাথায় তখনো চুল ছিল। ছেলেটা বলার রহস্য না হয় বোঝা গেল, কিন্তু প্রথম বলে উইকেট পেয়ে যাওয়ায় লায়নের জন্য মায়া হবে কেন? ক্রিকেট ইতিহাসের একটু মনোযোগী পাঠক হলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা থাকার কথা। যে ইতিহাস বলছে, টেস্টে প্রথম বলেই উইকেট উজ্জ্বল এক ক্যারিয়ারের নিশ্চয়তা তো নয়ই, বরং এক অভিশাপ!

নাথান লায়নকে দিয়ে লেখাটা শুরু করার কারণ, সেই শাপমোচনের কাজটা তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারেননি। ৯৬ টেস্টে ৩৯০ উইকেট নিয়েঅস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সফলতম অফ স্পিনার। এই অর্জন অবশ্য অনেক আগের। হিউ ট্রাম্বলের ১৪১ উইকেটকে পেছনে ফেলেছেন সেই ২০১৫ সালে।সেদিন থেকেই টিমমেটরা তাঁর ওঞ্জষ্ট বলে ডাকতে শুরু করে। এই নামকরণে থুতনিতে দাড়ির কোনো ভূমিকা নেই। ওঞ্জষ্ট মানে গ্রেটেস্ট অব অল টাইম!

এটা হয়তো একটু অতিশয়োক্তিই। কারণ লায়নের আগে শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরন নামে দুজন স্পিনার ছিলেন। তবে ওয়ার্ন-মুরালি কেউই টেস্টক্রিকেটে তাঁদের প্রথম বলে উইকেট পাননি। প্রথম ইনিংসেই ৫ উইকেটও না। না পাওয়ায় হয়তো একটু স্বস্তিই পেয়েছিলেন। ওই যে বললাম, টেস্টে প্রথমবলে উইকেট মানেই অভিশাপ! নাথান লায়নের আগে ১৬ জন বোলার এমন অবিস্মরণীয় শুরুর আনন্দে ভেসেছেন। লায়নের পরে আরও তিনজন। এই ১৯জনের মধ্যে মাত্র দুজন ছাড়া আর কারও ক্যারিয়ারই বলার মতো কিছু নয়। পাঁচজন তো দ্বিতীয় টেস্ট খেলারই সুযোগ পাননি!

সেই পাঁচজনের সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দিই। অস্ট্রেলিয়ার আর্থার কনিংহাম, নিউজিল্যান্ডের ম্যাথু হেন্ডারসন ও হোরেস স্মিথ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফ্রান্সিস জনসনের দলে একেবারে সাম্প্রতিক সংযোজন দক্ষিণ আফ্রিকার হার্ডাস ভিলিয়েন। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার সর্বশেষ কীর্তিও ভিলিয়নের।জোহানেসবার্গে টেস্ট অভিষেকে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম বলেই চার মেরেছেন, পরে বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই উইকেট। সেই উইকেটটিও ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুকের। একমাত্র টেস্টের মতো এটিও হয়ে আছে ভিলিয়নের একমাত্র উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকায় এত পেসারের ভিড়ে আর সুযোগ পাবেন না বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি। সম্পর্কে ফাফ ডু প্লেসিসের বোনজামাই ভিলিয়নের টেস্ট অভিষেক ২০১৬-এর জানুয়ারিতে, সে বছর ডিসেম্বরেই ডার্বিশায়ারের সঙ্গে কলপ্যাক চুক্তি করে ফেলেন।

কনিংহামকে নিয়ে কথা বলার আগে একটা বিভ্রান্তির কথা জানানো উচিত। সারা জীবন জেনে এসেছি, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলে উইকেট নেওয়া প্রথম বোলার অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি পেসার। এ নিয়ে একাধিক লেখা তো লিখেছিই, অন্য অনেক লেখায়ও এর উল্লেখ করেছি। কী আশ্চর্য, ইদানীং আবার সব রেকর্ডে দেখছি, আর্থার কনিংহাম আসলে দ্বিতীয়, টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার প্রথম কীর্তিটা অস্ট্রেলিয়ারই টম হোরানের! সোয়া শতাব্দীরও বেশি আগের ঘটনা, এটা তো কাউকে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপার নয়। প্রথম দিকের অনেক টেস্ট

ম্যাচের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধও নেই।ইতিহাস খুঁড়ে এখনো অনেক কিছু বের করে যাচ্ছেন ক্রিকেট ইতিহাসবিদরা। টম হোরানেরটাও কি তাহলে এমনই কোনো আবিষ্কার! হবে হয়তো।

সব রেকর্ডই যখন হোরানের কথা বলছে, তখন এতদিনের জানাটা ভুল মেনে নিয়ে এটাকেই সত্যি বলে ধরে নিতে হচ্ছে। যে রেকর্ড বলছে, ১৮৮৩ সালেরজানুয়ারিতে সিডনিতে ইতিহাসের দ্বাদশ টেস্ট ম্যাচে প্রথম বলেই উইকেট নিয়েছিলেন হোরান। এর এগার বছর পর মেলবোর্নে আর্থার কনিংহাম যেটির পুণরাবৃত্তি করেন। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলে টম হোরান একটু হলেও বাড়তি মনোযোগ দাবি করেন। হোরান যত না বোলার ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ব্যাটসম্যান। টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরিও আছে। ১৫ টেস্টে নিয়েছেন ১১ উইকেট। প্রথম নয় টেস্টে বোলিংই করেননি, সিডনির ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসেও না।দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে নিয়েই উইকেট। এরপর থেকে মোটামুটি অলরাউন্ডারের ভূমিকায়। অলরাউন্ডার তিনি সর্বার্থেই ছিলেন। ক্রিকেট নিয়ে লিখতে শুরুকরেছেন খেলোয়াড়ি জীবনেই। খেলা ছাড়ার পর আরও স্রোতস্বিনী তাঁর কলম। টানা ৩৭ বছর অস্ট্রেলেশিয়ান (এখনকার দ্য অস্ট্রেলিয়ান-এর পূর্বসুরি) পত্রিকায় ''ক্রিকেট চ্যাটার'' নামে একটা কলাম লিখে গেছেন। লেখালেখি করেছেন অন্য পত্রিকাতেও। বইও লিখেছেন বেশ কটি। ক্রিকেট লেখক হিসাবে পাইওনিয়ারই বলা যায়। এত বছর পরও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। বলা যায়, ক্রিকেটারের চেয়েও এই পরিচয়ে আরও বেশি বিখ্যাতটম হোরান।

প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার পরও যাঁরা ''ওয়ান টেস্ট ওয়ান্ডার'' হয়ে আছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আর্থার কনিংহাম প্রথম বলেই আউট করেছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত ইংলিশ ব্যাটসম্যান আর্চি ম্যাকলারেনকে। যেটি ১৮৯৪ সালে সেই মেলবোর্ন টেস্টেরও প্রথম বল। কনিংহামের আগে কেউ টেস্টের প্রথম বলে উইকেট পাননি। সেই টেস্টে উইকেট পেয়েছেন আর একটিই। কনিংহামের যে কাণ্ডকীর্তির যেসব নমুনা দেখলাম, তাতে এক টেস্টেই তাঁর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং আদৌ যে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন, এটাকেই বিস্ময় বলে মনে হয়। বর্ণময় এক চরিত্র, একটু খ্যাপাটেও। একবার এক ম্যাচে আউটফিল্ডে ফিল্ডিং করার সময় বেশি ঠাণ্ডা লাগছে বলে শরীর গরম করতে সংবাদপত্র জ্বালিয়ে নিয়েছেন। গির্জার এক পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক রাখার। প্রতারণার দায়ে জেল খেটেছেন। শেষ জীবন কেটেছে এক মানসিক হাসপাতালে। একমাত্র যে টেস্টটি খেলেছেন, সেটিও নিষ্কলঙ্ক নয়। দ্বিতীয় ইনিংসে আম্পায়ার নো বল ডাকায় খেপে গিয়ে বিমার মেরেছেন ম্যাকলারেনকে।

এক টেস্ট খেলায় কনিংহামের চার সঙ্গীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা বলতে হয় ফ্রান্সিস জনসনকে। কনিংহামের মতো তিনিও বাঁহাতি পেসার। তাঁকে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে দেয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে ওভালে জীবনের প্রথম টেস্টটিই হয়ে থাকে তাঁর শেষ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ। যেটিতে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট, যাঁর একটি স্যার লেন হাটনের। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার আগে উস্টারে সেই সফরে তাঁর প্রথম বলেও উইকেট নিয়েছিলেন জনসন।

ভিলিয়নের মতো হোরেস স্মিথেরও প্রথম বলে নেওয়া উইকেটটিই টেস্ট ক্যারিয়ারে একমাত্র উইকেট। ফার্স্ট ক্লাস ক্যারিয়ারই খুব সংক্ষিপ্ত। ১৯৩১-এ শুরুহয়ে ১৯৩৪-য়েই শেষ। ম্যাথু হেন্ডারসন স্বপ্নের মতো শুরুর পর আরও একটি উইকেট পেয়েছিলেন, তবে তাঁর প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার কীর্তি আড়ালে চলে যায় অভিষিক্ত আরেক বোলার এর চেয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলায়। ইংলিশ পেসার মরিস অ্যালম শুধু হ্যাটট্রিকই নয়, গড়েন পাঁচ বলে চারউইকেট নেওয়ার প্রথম কীর্তিও। ১৯৩০ সালের সেই টেস্টে অবশ্য অভিষেকের ছড়াছড়িই ছিল। নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ম্যাচ বলে সেই দলের ১১ জনেরই অভিষেক, ইংল্যান্ডের পক্ষেও অভিষেক হয়েছিল ছয়জনের। নিউজিল্যান্ডের টেস্ট স্ট্যাটাসটা হেন্ডারসনের জন্য একটু দেরিতেই এসেছিল। বয়স ৩৫ বছরহয়ে গেছে তখন, অবসর নিয়ে ফেলেন আর মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেই।

টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় সর্বশেষ দুটি নামই দক্ষিণ আফ্রিকান। হার্ডাস ভিলিয়নের আগে ড্যান পিট। ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে অভিষেক টেস্টে দুই ইনিংসেই ৪টি করে উইকেট এই অফ স্পিনারের। অভিষেকে দক্ষিণ আফ্রিকান কোনো স্পিনারের সেরা বোলিংয়েররেকর্ড গড়ার পর ভারতের বিপক্ষে পরের টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবারও ৪ উইকেট। গত বছর আরেকটি ভারত সফরে উল্টো অভিজ্ঞতাও হয় তাঁর। এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি ছক্কা (২০) খাওয়ার রেকর্ড করে ফেলেন। সেটিই হয়তো ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়ে থাকবে। ৯ ম্যাচেই টেস্ট ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টেনে কদিন আগে তাই মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে গিয়েও অবশ্য ক্রিকেটই খেলবেন। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলার খুব ইচ্ছা, যেটি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকলে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্র ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়ায় বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ আছে। পিটের সিদ্ধান্তে বড় অনুঘটকের কাজ করেছে এটিও।

বাংলাদেশের কোনো বোলার টেস্টে প্রথম বলে উইকেট পাননি এখনো। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে পেয়েছেন একজন। ২০০২ সালে মোহাম্মদ আশরাফুলকে আউট করে চামিলা গামাগে। এরপর আর খেলেছেন আর একটি টেস্টই। উইকেট মটে পাঁচটি, তাঁর পুরো নামটি লিখতে এর চেয়ে একটি শব্দ বেশি লাগে----মাতেরবা কানাথা গামাগে চামিলা প্রেমনাথ লক্ষ্মীথা!

একটি টেস্ট বেশি খেলেও ভারতের নিলেশ কুলকার্নির গল্পটা আরও করুণ। ১৯৯৭ সালে কলম্বোর সিংহলিজ ক্রিকেট ক্লাব মাঠে মারভান আতাপাত্তুকে আউট করার পর সেই টেস্টেই প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার ''মজা''টা টের পেয়ে যান এই বাঁহাতি স্পিনার। এরপরই জয়াসুরিয়া ও মহানামার ৫৭৬ রানের বিশ্বরেকর্ড জুটি। এক সময় ছিল এক বলে এক উইকেট, দ্বিতীয় উইকেটটি পেতে কুলকার্নিকে বোলিং করতে হয়েছে আরও ১২২.৫ ওভার। সেটিও তাঁর তৃতীয়টেস্টে। দ্বিতীয় টেস্টটিতে বৃষ্টির কারণে বোলিং করারই সুযোগ পাননি। টেস্টের সংখ্যা তিন তাই শুধু কাগজে-কলমেই। কুলকার্নি হয়তো প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার গল্পটা কাউকে বলেনও না। ৩ টেস্টে ১৬৬ গড়ে ২ উইকেট---এই ক্যারিয়ার রেকর্ড নিয়ে কি আর প্রথম বলে উইকেট পাওয়া নিয়ে গর্ব করা যায়!

নাথান লায়নের আগে প্রথম বলে উইকেট পাওয়া যে দুজন বোলার ক্যারিয়ার নিয়ে গর্ব করতে পারেন, তাঁদের কথা বলে লেখাটা শেষ করি। মরিস টেট ও ইন্তিখাব আলম। ৩৯ টেস্টে ১৫৫ উইকেট টেটের। ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা মিডিয়াম পেসার হিসাবে নমস্য হয়ে আছেন আজও। ক্রিকেটে বাবা-ছেলের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটার শেষ অংশটুকুর রূপকারও তিনি। বাবা ফ্রেড টেটও ছিলেন মিডিয়াম পেসার, টেস্ট খেলেছেন একটিই। ১৯০২ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে নাটকীয় সেই টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় পরে নির্ধারক হয়ে ওঠা ক্যাচ ফেলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ব্যাটসম্যান হিসাবে যখন ব্যাটিং করতে নামছেন, ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য লাগে আর ৮ রান। একটি চার মেরে প্রয়োজনটা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পর বোল্ড হয়ে যান ফ্রেড। ৩ রানে পরাজয়ের দু:খে পরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ''বাড়িতে আমার ছোট্ট একটা ছেলে আছে। একদিন ও এই পরাজয়ের শোধ নেবে।'' মরিস টেট সত্যিই তা নিয়েছিলেন।

ইন্তিখাব আলমের অনেক পরিচয়। ব্যাটিংটাও ভালোই পারতেন এই লেগ স্পিনার। ৪৭ টেস্টে ১২৫ উইকেটের পাশাপাশি ১টি সেঞ্চুরি ও ৮টি ফিফটিসহ ১৪৯৩ রান অলরাউন্ডার হিসাবেই চিনিয়ে দেয় তাঁকে। পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব করেছেন, কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক দফায়। আন্তর্জাতিকক্রিকেটে পেশাদার কোচের ধারণা শুরু তাঁকে দিয়েই। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার অভিজ্ঞতাটা শোনার সুযোগ হয়েছে তাঁর মুখ থেকেই। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করাচিতে সেই টেস্টটি খেলা হয়েছিল ম্যাটিং উইকেটে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার মিনিট পনের বাকি থাকতে অধিনায়কফজল মাহমুদ বল করতে ডাকেন তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের তখন মাত্র শুরু, একটু আগেই উদ্বোধনী জুটিটা ভেঙেছে। বাকিটুকু শুনুন ইন্তিখাবের মুখেই, ''সে সময় আমি প্রথম দু''তিনটি বল করতাম মিডিয়াম পেসারের মতো। লেগ ব্রেক করতে গিয়ে শর্ট বা লং হপ দিয়ে ফেলতে পারি, এই ভয়ে। ফজল মাহমুদও এটা জানতেন। কেন যেন তিনি আমাকে বলে দেন, প্রথম বলটাই লেগ ব্রেক করো। তিনি এটা না বললে হয়তো আমি প্রথম বলে উইকেট পেতামনা। আমি লেগ ব্রেকই করলাম। প্রায় নতুন বল, এ কারণেই ম্যাটে পড়ে ছিটকে গেল। মাকডোনাল্ড (অস্ট্রেলীয় ওপেনার। কাট খেলতে খুব পছন্দ করত। কাট খেলতে গিয়েই বোল্ড হয়ে গেল। এর পরের দৃশ্যটা আমার এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। প্রায় কানায় কানায় ভরা করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে! আমার মনে হচ্ছিল, এটা স্বপ্ন না সত্যি!''এত যে খুশি হয়েছিলেন, প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার ''অভিশাপ'' সম্পর্কে জানতেন না? ইন্তিখাব হেসে বলেছিলেন, ''তখন কি আর এত কিছু জানতাম নাকি! অনেক পরে জানার পর মনে হয়েছে, তখন না জানাটা ভালোই হয়েছে।''এখন অবশ্য কেউ জানলেও কোনো সমস্যা নেই। চোখের সামনে শাপমোচনের রাজকুমার নাথান লায়ন আছেন না!

আফ্রিদিকে 'বাংলাদেশ' মনে করিয়ে দিলেন গম্ভীর

''পৃথিবী এখন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। কিন্তু মোদীর মনে এর চেয়েও বড় রোগ বাসা বেঁধেছে।'' কথাটা শহীদ আফ্রিদির। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একটি গ্রামে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এ অধিনায়ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এ ভিডিও।গ্রামবাসী উদ্দেশে আফ্রিদি বলেছেন,''আপনাদের এই সুন্দর গ্রামে এসে খুব ভালো লাগছে।বহুদিন ধরে এখানে আসার কথা ভাবছিলাম।''

এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাক করে সাবেক এ অলরাউন্ডার বলেন, ''পৃথিবী এখন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। কিন্তু মোদীর মনে এর চেয়েও বড় রোগ বাসা বেঁধেছে। কাশ্মীরে তিনি ৭ লাখ সেনা মোতায়েন করেছেন। এটা পাকিস্তানি সেনাসংখ্যার সমান।''খুব স্বাভাবিকভাবেই এ মন্তব্য ভারতীয়দের ভালো লাগার কথা না। ভারতের সাবেক ওপেনার ও লোকসভার সদস্য গৌতম গম্ভীর এ নিয়ে তুমুল সমালোচনা করেছেন আফ্রিদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। আফ্রিদি কিছু বললে বরাবরই এর কঠোর জবাব দিয়ে থাকেন গম্ভীর। ভারত-পাকিস্তান বৈরি রাজনৈতিক সম্পর্ক তাদের খেলার মাঠেও অনূদিত হয়েছে ভালোই। এবার টুইটারে সমালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও টানলেন গম্ভীর, ''২০ কোটি লোকের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের সেনাসংখ্যা ৭ লাখ, বলেছে ১৬ বছরের বালক শহীদ আফ্রিদি। এরপরও তারা ৭০ বছরের জন্য কাশ্মীর ভিক্ষা চাইছে। আফ্রিদি, ইমরান ও বাজওয়ার মতো ভাঁড়রা ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি বিষ ছুঁড়ে পাকিস্তানিদের বোকা বানাতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা কাশ্মীর পাবে না। বাংলাদেশকে মনে আছে ?''

শুধু গম্ভীর নন, ভারত জাতীয় দলের ক্রিকেটার হরভজন সিং-ও সমালোচনা করেন আফ্রিদির। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আফ্রিদির ফাউন্ডেশনে সাহায্য করার জন্য কিছুদিন আগে অনুরোধ করেছিলেন হরভজন ও যুবরাজ সিং। কিন্তু আফ্রিদির এ মন্তব্যের পর হরভজন তাঁর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না বলে মনস্থির করেছেন। ''ইন্ডিয়া টুডে''কে হরভজন বলেন, ''ভারত এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আফ্রিদি যা বলেছে, ভীষণ হতাশাজনক। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এখন থেকে শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।''করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছেন আফ্রিদি। এর আগে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট নিলামে ১৭ লাখ টাকায় কিনে নেন তিনি।

অন্যের খাবার পৌঁছে নিজের খিদা মেটাচ্ছেন তিনি

করোনা মহামারির মধ্যে খেলাধুলা তো বটেই দৈনন্দিন কাজ-কর্মও বন্ধ। দেশের পেশাদার ক্রীড়াবিদদের দিনগুলো তাই মোটেই ভালো কাটার কথা নয়। মফস্বল শহরে খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে নিজের খেলাধুলার সরঞ্জাম বেচে জীবন নির্বাহের কিছু একটা জুটিয়ে নিয়েছেন স্থানীয় কেউ।

মিয়াকি জাপানে যেন-তেন কেউ নন। তিনি অলিম্পিক ফেন্সার, পদক জিতেছেন লন্ডন অলিম্পিকে। করোনার জন্য স্থগিত হয়েছে এ বছর টোকিও অলিম্পিক। অনুশীলন থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই বন্ধ। কাজ-কর্ম কিছু করে তো খেতে হবে! ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে মিয়াকি তাই বেছে নিয়েছেন অভিনব এক পথ।

মিয়াকি সাইকেলে করে অন্যের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন খাবার। ফেন্সিংয়ের জন্য নিজের ধাতব মুখোশ ও তলোয়ারের (ফয়েল) বিনিময়ে একটি সাইকেল জোগাড় করেছেন তিনি। অ্যাপসভিত্তিক খাবার সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টোকিও উবারইটস-এ নাম লিখিয়েছেন ডেলিভারিম্যান হিসেবে।

২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে দলগত ফয়েল ইভেন্টে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন মিয়াকি। এবার ঘরের মাঠে অলিম্পিকে সোনা জিততে মুখিয়ে ছিলেন ২৯ বছর বয়সী ফেন্সার। কিন্তু সব গুবলেট করে দিল করোনাভাইরাস। এই সংকটকালীন সময়ে মিয়াকি কিন্তু নিজের নতুন পেশায় অখুশি নন। অনুশীলন বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন শারীরিক কসরত হচ্ছে, তেমনি টাকা উপার্জন করে নিজেও দুটো খেয়েপরে বাঁচতে পারছেন।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে মিয়াকি বলেন, ''দুটো কারণে এই কাজ বেছে নিয়েছি। ভবিষ্যতে নানা সফর আছে। সেজন্য খরচ আছে এবং নিজেকেও চলতে হবে। আর শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট রাখা। কত টাকা উপার্জন করছি তা ফোনে দেখি। সংখ্যাগুলো আমার কাছে শুধুই টাকা নয়। আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।''

জাপানের সংবাদমাধ্যমগুলো মিয়াকিকে উপস্থাপন করেছে গরীব অপেশাদার হিসেবে। যদিও তাঁর তিনটি কর্পোরেট স্পন্সরশিপ রয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে স্পনসরদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াটা অন্যায় মনে হয়েছে মিয়াকির, তাই নিজেই আয় করতে নেমেছেন। জাপানের এই ফেন্সার নিজের জন্য নিজেই লড়ছেন। দিনে ২০০০ হাজার ইয়েন বা ১৮ ডলারের একটু বেশি আয় করতে পারছেন তাঁর নতুন পেশায়।

মিয়াকি কবে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন জানেন না। উবারে দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে অর্ডার এলে খুশি হন তিনি, ''হিলি আকাসাকা বা রোপোঙ্গি থেকে অর্ডার এলে বেশ ভালো (ফিটনেস ঠিক রাখার) অনুশীলন হয়।'' গত বছর বিশ্ব ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩তম হন মিয়াকি। এ প্রতিযোগিতায় জাপানের ফেন্সারদের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং।

মিয়াকির মতে, ''জীবন বাঁচানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি পরে প্রাধান্য পায়। খেলা না থাকলে আমি কীভাবে বাঁচব? এটা নিয়ে ভাবছিলাম। ফেন্সিং ভালোবাসি। বাড়ির দেয়ালকে কল্পিত প্রতিপক্ষ বানিয়ে অনুশীলন করি। সামনে খেলা শুরু হলে নানা জায়গায় ভ্রমণের খরচ আছে। সেজন্যই (টাকা জমাতে) এটা করছি।''

Ref.No: F 2 508 AGMC AND GBP S AND P 2019 20 / 16720 Date: 15/09/2020

NOTICE INVITING E-TENDER

The Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, for "Supply of Medical Gas Cylinders on rate contract basis at Agartala Government Medical Colleg- & GBP Hospital, Agartala". Ref. No: F 2 508 AGMC AND GBP S AND P 2019 20 subject to certain to-ms & conditions through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripurater. lers.gov.in and AGMC website www.agmc.nic.in The tender fee (Non refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment facility provided in the Portal, any time before Bid Submission End Date using either of the supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/Credit Card. Last date of submission is up to 5.00 PM of 2/ 09/2020.

The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in

Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

ICA/C-1621/2020-21

Medical Superintendent
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ছয়ের পাতায়

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৬৪৫, করোনা-আক্রান্ত ১,৫৮,৬৫০

ভুবনেশ্বর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৪৫ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,৬৫০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৪৫। শেষ ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৮২ জন।

মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৬৪৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,৬৫০। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৫,৯২৮ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,২২,০২৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৬৪৫-তে পৌঁছেছে।

দুর্নীতি মামলা কাঠুয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে সিবিআই অভিযান

জম্মু, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ডোগরা স্বাভিমান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী লাল সিংয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। সিবিআই সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী লাল সিংয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। চলতি বছরের জুন মাসের একটি দুর্নীতি মামলায়, চৌধুরী লাল সিং দ্বারা পরিচালিত এডুকেশন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। সেই দুর্নীতি মামলার তদন্তেই মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে কাঠুয়া ধর্ষণ মামলার প্রেক্ষিতে বিজেপি ছেড়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী লাল সিং। এরপরই ডোগরা স্বাভিমান সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সিবিআই অভিযান প্রসঙ্গে চৌধুরী লাল সিংয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চেন্নাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হোক : ডিএমকে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চেন্নাই মেট্রোপলিটন শহর হওয়া সত্ত্বেও, দিল্লি অথবা হায়দরাবাদের মতো আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর নেই। তাই চেন্নাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হোক, মঙ্গলবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনই দাবি জানালেন ডিএমকে সাংসদ পি উইলসন। চেন্নাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন ডিএমকে-র এই সাংসদ।

মঙ্গলবার সকালে রাজ্যসভায় ডিএমকে সাংসদ পি উইলসন বলেছেন, চেন্নাই অন্যতম প্রধান শহরের মধ্যে একটি, কিন্তু দিল্লি অথবা হায়দরাবাদের মতো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নেই। সরকারের কাছে আমার অনুরোধ - চেন্নাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হোক।

মঙ্গলবার আগরতলায় মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

৪৯ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৮০,৭৭৬ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তে বেসামাল হয়ে পড়ছে ভারত। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যু। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪৯ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯,৩০,২৩৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩,৮০৯ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮০,৭৭৬ জন এবং মোট সংক্রমিত ৪৯,৩০,২৩৭ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৫৯,৪০০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯০ হাজার ০৬১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৮০,৭৭৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,৯৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১১ জন, অসমে ৪৮২ জন, বিহারে ৮৩১ জনের, চন্ডীগড়ে ৯৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৭৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৭৭০ জনের, গোয়া ৩০৪ জন, গুজরাটে ৩,২২৭ জনের, হরিয়ানায় ১০০০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৮২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৯৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫৬১ জনের, কর্ণাটকে ৭,৩৮৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪৫৪ জন, লাদাখে ৪১ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৭৯১ জন, মহারাষ্ট্রে ২৯,৮৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৪৬ জন, মেঘালয়ে ২৭ জন, নাগাল্যান্ডে ১০ জন, ওড়িশায় ৬৩৭ জনের, পুদুচেরিতে ৩৯৪ জন, পঞ্জাবে ২,৪২৪ জন, রাজস্থানে ১,২৫০ জনের, সিকিমে ১৬ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,৪৩৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৮৪ জন, ত্রিপুরায় ২০৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪২৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,৪৯১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,০০৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৮.২৮ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২০.০৮ শতাংশ মানুষ।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,২৫৭ জনের, করোনা-সংক্রমিত ১,০৪,৯৩৭

জয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৯৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭৯৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৪,৯৩৭। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭৯৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৭৯৯ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৯ জন, আলওয়ারে ৫৩ জন, বন্সওয়ারে ১৬ জন, বরণে ১৫ জন, ভরতপুরে ২৩ জন, ভিলওয়ারে ৩৮ জন, বিকানের-এ ২৪ জন, বুন্দিতে ১১ জন, চিত্তরগড়ে ১০ জন, চুরুতে ১৪ জন, দৌসায় ৬ জন, ঢোলপুরে ১১ জন, দুঙ্গারপুরে ১৪ জন, গঙ্গানগরে ১৬ জন, হনুমানগড়ে ৩২ জন, জয়পুরে ১৪১ জন, জয়সলমের-এ ১৯ জন, জালোরে ১১ জন, ঝালাওয়ারে ১৫ জন, ঝুনঝুনুতে ১৫ জন, যোধপুরে ৯৩ জন, কোটায় ৬৯ জন, নাগাউরে ২৬ জন, পালিতে ২১ জন, প্রতাপগড়ে ২ জন, রাজসমন্দে ৬ জন, সওয়াই মাধপুরে ৪ জন, সিরোহিতে ১৬ জন, টোঙ্কতে ১০ জন এবং উদয়পুরে ১৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯৯ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৪,৯৩৭-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৬,২১২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৭,৪৬৮ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৫৭ জনের।

তেলিয়ামুড়ায় সুপারি চারা বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে জনজাতি অংশের মানুষদের যেমন করে আর্থিক ভাবে সবল করা যায়, তার লক্ষ্য মাত্রাকে সামনে রেখে বিগত বামফ্রন্ট সরাকর যা করে দিতে পারেনি বর্তমান তা করে দিচ্ছে। বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষদের জন্যে। বর্তমানে যেখানে কোভিড করোনা ভাইরাসে প্রকোপ চলছে সেখানে দাড়িয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় কৃষি দফতেরর উদ্যোগে প্রতি হেক্টর প্রতি ১৬০০ সুপারীচারা বন্টন চলছে। তবে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কোন চেয়ারম্যান কিংবা ভাইস চেয়ারম্যান না গেলেও বিজেপি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। গিরিবাসীরা সময় মতো চারা পেলেন কিনা তার খোজ খবর নেন। এবং নিজের হাতে সুপারী চারা লাগিয়ে দেখিয়ে দিলেন চারা গুলি ঠিক ঠাক বন্টন হয়েছে কিনা।

ছ"মাস পর পাকিস্তানে খুলল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভীষণ খুশি পড়ুয়ারা

ইসলামাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে পাকিস্তান। দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার থেকে সমগ্র পাকিস্তানে খুলে গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ছ"মাস পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যাওয়া ভীষণ খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। কোভিড-১৯ সতর্কতা মেনেই মঙ্গলবার থেকে পাকিস্তানে খুলে গিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপের জেরে গত মার্চ মাস থেকে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় পাকিস্তানে। এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রী শফকত মহম্মদ জানিয়েছিলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে পাকিস্তানে খুলে দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেই মতো মঙ্গলবার থেকে সমগ্র পাকিস্তানে খুলে গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, শিক্ষক ও পড়ুয়াদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক। এছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে স্যানিটাইজার রাখতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

মহড়ার সময় পাকিস্তানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান, সুরক্ষিত পাইলট

এটক (পাকিস্তান), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের এটক জেলায় রুটিন মহড়ার সময় ভেঙে পড়ল পাকিস্তান বায়ুসেনার একটি বিমান। মঙ্গলবার সকালে এটক জেলার পিন্ডিঘেব এলাকায় ভেঙে পড়ে পাক বায়ুসেনার একটি বিমান। এই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই সুরক্ষিতভাবে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন পাইলট।

পাক বায়ুসেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে এটক জেলার পিন্ডিঘেব এলাকায় ভেঙে পড়ে পাকিস্তান বায়ুসেনার একটি বিমান। পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৯৮৪, সক্রিয় রোগী ৪০,৪০০ জন

হায়দরাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,০৫৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১.৬০ লক্ষ এবং ৯৮৪। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৮০.৪৫ শতাংশ।

তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,০৫৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১.২৯ লক্ষের বেশি রোগী। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩০,৪০০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫১,২৪৭টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এযাবৎ ২২.২০ লক্ষের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জের কলকলিঘাট সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

পাথারকান্দি (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন কলকলিঘাট সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সমিতির সভাপতি ঈশ্বর সিনহা এবং সম্পাদক পান্নালাল গোপ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই খবর দিয়েছেন। জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ২২ সেপ্টাম্বর মঙ্গলবার সকাল ১১টায় সমবায় কার্যালয়ে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী, বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির প্রত্যেক সভ্যশদের কানছে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমিতির সকল সভ্য এবং এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের ওই দিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত থাককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভার কার্যসূচি অনুযায়ী বিগত বছরের সাধারণ সভার প্রস্তাব পাঠ ও অনুমোদন পেশ, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

পোষণ মাসে করিমগঞ্জ জেলায় চলছে নানা প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোটা অসমে চলছে পোষণ মাস। পোষণ মাসে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে জোরকদমে চলছে নানা প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি। পোষণ মাস উপলক্ষ্যে বিগত বছরগুলির মতো এবার নানা জাতের মরশুমি ফলমূলের চারা লাগানোর কাজ চলছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগের কর্মীরা ফল ও নানা প্রজাতির গাছের চারা লাগানোর পাশাপাশি এগুলোর সুরক্ষারও ব্যবস্থা করছেন। পুষ্টিকর আহারে ফলমূলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেই পোষণ মাসে সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভবনগুলির জমিতে ফলমূলের গাছ লাগানোর কাজ জেলাজুড়ে এগিয়ে চলছে। জেলার প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী ও সহায়িকারা গাছের চারা রোপণের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। জানানো হয়েছে সরকারি সূত্রে।

২৪ ঘন্টায় ১০.৭২ লক্ষ, ভারতে ৫.৮৩ কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৭২,৮৪৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫.৮৩ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত দেশে ৫,৮৩,১২,২৭৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) ভারতে ১০,৭২,৮৪৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৫,৮৩,১২,২৭৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে দৈনিক করোনা-পরীক্ষা যত বাড়ছে, ততই দ্রুত ধরা পড়ছে সংক্রমণ। এর আগে রবিবার সারাদিনে ভারতে ৯,৭৮,৫০০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

কেন্দ্রের নীতি কৃষক বিরোধী ! গান্ধী মূর্তির সামনে বিক্ষোভে বাম সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে সোমবার, দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার। এদিন অধিবেশন শুরুর আগে সকালেই, সংসদে ভবনে গান্ধী মূর্তির সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বাম সাংসদেরা। নরেন্দ্র মোদী সরকারের "কৃষি নীতি"-কে কৃষক স্বার্থ-বিরোধী আখ্যা দিয়ে এদিন সকালে সংসদ ভবনে গান্ধী মূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন বাম সাংসদেরা। কৃষক স্বার্থ-বিরোধী নীতি প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তাঁরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক স্বার্থ-বিরোধী নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাম সাংসদরা। তাঁদের মূলত একটাই দাবি ছিল, অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কেন্দ্রের আনা "কৃষক-বিরোধী নীতি" প্রত্যাহার করতে হবে। গান্ধী মূর্তির সামনে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা।

মোদী সরকারের কাছে মানুষের মৃত্যু গুরুত্ব পায় না রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতি রাহুল গান্ধীর আক্রমণ দিন দিন আরও বাড়ছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমন করলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, এই সরকারের কাছে মানুষের মৃত্যু গুরুত্ব পায় না। কটাক্ষ রাহুল টুইটারে লিখেছেন, "মোদী সরকার জানেই না লকডাউন পর্বে কতজন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কতজন কাজ হারিয়েছেন। আপনি গণনা করেননি, তার মানে কী মৃত্যু হয়নি?"

মঙ্গলবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে রাহুল লিখেছেন, "মোদী সরকার জানেই না লকডাউন পর্বে কতজন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কতজন কাজ হারিয়েছেন। আপনি গণনা করেননি, তার মানে কী মৃত্যু হয়নি? দুঃখের বিষয় হল এই সরকারের কাছে মানুষের মৃত্যু গুরুত্ব পায় না। গোটা বিশ্ব দেখেছিল তাঁরা (পরিযায়ী শ্রমিক) মারা যাচ্ছেন। শুধু মোদী সরকারের কাছেই কোনও খবর ছিল না'

সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষকুমার গঙ্গোয়ার জানিয়েছিলেন, লকডাউন পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু সংক্রান্ত কোনও তথ্য সরকারের কাছে নেই। তারই প্রেক্ষিতে এ দিন মোদী সরকারকে নিশানা করেছেন রাহুল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।